স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ২৯ এপ্রিল - ২০১৩।। ১৫ বৈশাখ - ১৪২০ ।। website- www.eswastika.com ।। দাম : সাত টাকা

কলকাতায় নরেন্দ্র মোদী

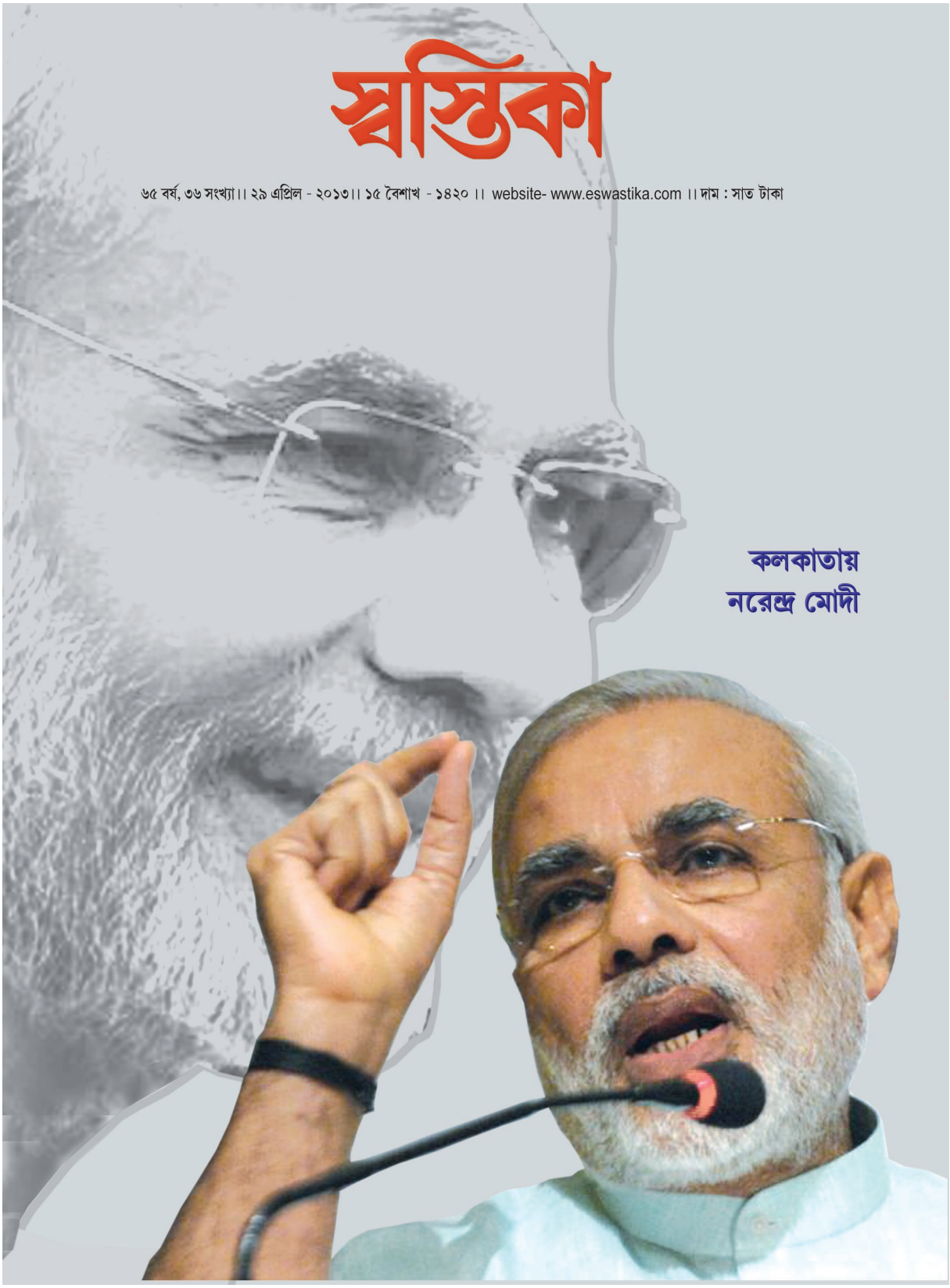

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

চিটফান্ডে নাভিশ্বাস উঠেছে বঙ্গবাসীর ▯ ৯

ত্রিপুরায় পুনরায় পদার্পণ ▯ ১০

খোলা চিঠি : তৃণমূলের গুরু বিমান বসু ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ইউ পি এ-২-র জিওন কাঠি ▯ তারক সাহা ▯ ১২

একটি বিরলতম বক্তৃতা ও নরেন্দ্র মোদী ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৪

কলকাতায় বণিকসভায় নরেন্দ্র মোদী ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১৭

নমোঃ ▯ ১৮

ভারতবর্ষ আবিষ্কারের পরম্পরা ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২১

লাওদার বাঁকারায়ের মন্দির ▯ ডঃ প্রণব রায় ▯ ২২

'ছৌ' নৃত্য নামের উৎস সন্ধানে ▯ রাজকুমার জাজোদিয়া ▯ ২৩

শিশু অপরাধী হওয়ার মূলে প্রধানত দায়ী কে ▯ অরুণা মুখোপাধ্যায় ▯ ২৬

এক বিশ্বগুরু ▯ সুধীন্দ্র কুলকার্ণী ▯ ২৭

রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় অনুপ্রবেশকারীদের হাতে রেশন কার্ড ▯ ২৯

মহান ব্যক্তিরা নীরবেই চলে যান ▯ নারদ ▯ ৩০

শিক্ষার অধিকার বিশবাঁও জলে ▯ সুকেশ মণ্ডল ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯

পুস্তক-প্রসঙ্গ : ৩৫, ▯ ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭** ▯ ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯

শব্দরূপ : ৪০▯ ▯ ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

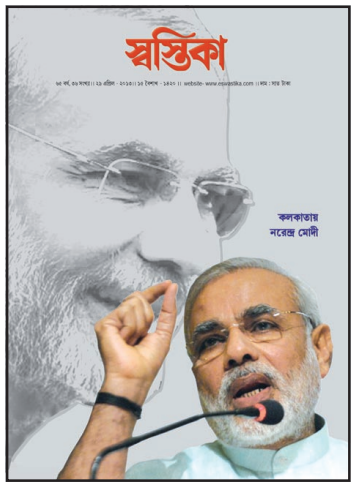

কলকাতায় নরেন্দ্র মোদী
পৃঃ ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ১৫ বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৫, ২৯ এপ্রিল - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,

৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়

ছাত্র রাজনীতি : আশীর্বাদ না অভিশাপ ?

ছাত্র আন্দোলন করতে গিয়ে বাইশ বছরের নিষ্পাপ এক যুবক সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যু ও সেই ঘটনা নিয়ে তার পরবর্তী নোংরা রাজনীতি, যার ফলশ্রুতিতে দিল্লিতে এস এফ আইয়ের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিগ্রহ এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্সিতে ভাঙচুর ও গ্রেপ্তার। একের পর এক ঘটনাগুলিকে জোড়া লাগালে ছাত্র-রাজনীতির কদর্য রূপটাই প্রতিভাত হয়। ছাত্র আন্দোলনকে দলীয় রাজনীতির ঘেরাটোপের বাইরে বের করতে না পারলে কোনও সুফল মিলবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন না। তাঁরা ছাত্রদের রাজনীতিমুক্ত নয়, ছাত্র-রাজনীতিকেই দলীয় রাজনীতিমুক্ত করার পক্ষপাতী। বিশ্লেষণে— **রবিরঞ্জন সেন ও অমলেশ মিশ্র।**

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

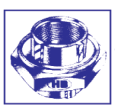

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী গরম মশলা

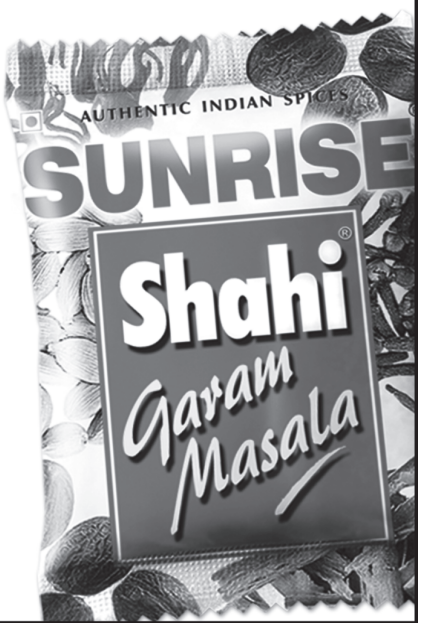

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভারতকাণ্ডারী

আগামীদিনে দেশের কাণ্ডারী কে হইবেন তাহা ভবিষ্যৎই বলিবে। কিন্তু দেশের যে একজন যোগ্য নেতা প্রয়োজন তাহা মানুষ আজ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মনমোহন সিংহের কেরামতি মানুষ আজ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। চলাকির দ্বারা যে মহৎ কাজ হইতে পারে না তাহা আজ উপলব্ধি হইতেছে। দেশের আজ মূল সমস্যা প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা। ইউপিএ-২ সরকার পুকুর চুরির প্রতীক। নিত্য জাতীয় সম্পদসমূহ লুঠ হইতেছে, এমনকি সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের পিছনেও রহিয়াছে ঘুষ ও তাহার বখরা বাঁটোয়ারার কাহিনী। খোদ রাজধানীতে নিত্য ধর্ষণ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতেছে মানুষ কোন রাজত্বে বাস করিতেছে। মুদ্রাস্ফীতি যে আয়ত্ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে কোনও হেলদোল নেই। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি ক্ষমতায় আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তবুও ওই দলের সমর্থন লইয়া ইউপিএ-২ সরকার ক্ষমতায় রহিয়াছে। কংগ্রেস বলিতেছে রাহুল গান্ধী নাকি ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। কিন্তু তাহা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? রাহুল গান্ধী উদ্দেশ্যহীন এবং দিশাহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছেন মাত্র। দুর্নীতি ধর্ষণ ইত্যাদি ঘটনাগুলিতে তিনি ব্যবস্থার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন, 'সিস্টেম'কে দায়ী করিয়াছেন। যদিও এই ব্যবস্থা অর্থাৎ সিস্টেম তো কংগ্রেসেরই অবদান। অপরদিকে নরেন্দ্র দামোদর মোদী আজ ভারত পথিক রূপে গৃহীত হইতেছেন। দেশের এই দুর্দিনে ধীরে ধীরে মানুষের আশা ভরসার প্রতীক হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি কৌশল সুশাসন গুজরাতসহ বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের মন জয় করিয়াছে। বিগত বারো বছরে তিনি তাঁহার পরিচালনাধীন গুজরাতকে তৈরি করিয়া তুলিয়াছেন বিশৃঙ্খল দেশের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রমী রাজ্যে। যে রাজ্যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সম্মানের সহিত বসবাস করিতেছে এবং সাগ্রহে রাজ্যের উন্নয়নে সামিল হইতেছেন। মোদী দেশের সমস্যার কথা তথ্যভিত্তিক উদাহরণসহ বলিতেছেন, এই সঙ্গে তাহার প্রতিকারের দিশাও দেখাইতেছেন। সিস্টেমের প্রতি দোষারোপ করেন নাই বরঞ্চ তাহা বদলাইবার স্বপ্ন দেখাইতেছেন। ভারতবর্ষের মানুষ চারিপাশের ক্রমাগত অসুস্থতার দৃশ্য দেখিয়া ভাবিষ্যতের সাফল্যের স্বপ্ন দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম এই স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম। আজ সেই স্বপ্নকে সফল করাইবার আশা দেখাইতেছেন নরেন্দ্র মোদী। যিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক। তাঁহার রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার। আর্থিক ভাবে স্ত্রীলোকেরাও প্রত্যেকেই স্বনির্ভর হইয়া উঠিতেছেন তাঁহার রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গের সহিত গুজরাতের তুলনা করিবার একটা প্রবণতা বর্তমানে চালু হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনা লইয়া অভিযোগ জানাইতেছেন। অপরদিকে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নয় বরঞ্চ বঞ্চনা সত্ত্বেও কাজ করিয়া দেখাইতেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করিতেছেন আবার তাঁহারই প্রশাসন কলকাতায় মোদীর আগমনের সময় অসহযোগিতা করিয়াছে। নরেন্দ্র মোদী মানুষকে মানুষের মতো বাঁচিবার স্বপ্ন দেখাইতেছেন সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। উমা ভারতী ঠিক এই কারণেই বলিয়াছেন, জনতা সেই নেতাকেই চান যিনি সন্ত্রাসবাদ, মাওবাদী গণ্ডগোল, দুর্নীতি এবং আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সামলাইতে পারিবেন। যিনি জনগণের নায়ক হইবার যোগ্য। তাই এক শক্তিশালী নেতা হিসাবে মোদীর দিকেই তাকাইয়া রহিয়াছেন সকলে। বোকাসোকা শুধু মিষ্টি কথা বলিতে পারা ব্যক্তিদের প্রতি মানুষের কোনও ভরসা নাই।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমি ধর্মকে শিক্ষার ভেতরকার সার জিনিস বলেই মনে করি। (শিক্ষার) গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেয়ে হয় বদহজম, শুধু ভাতেও তাই। ধর্মপ্রচারের সাথে সাথেই লৌকিক বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা যা-কিছু প্রয়োজন তা আপনিই আসবে। কিন্তু যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে লৌকিক জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা কর, তবে তোমাদেরকে স্পষ্টই বলছি, ভারতে তোমাদের এই চেষ্টা বৃথা হবে—লোকের হৃদয়ে তা প্রভাব বিস্তার করবে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

বিষ্ণুপুরে ষাড়েশ্বর শিবমন্দিরে লাঞ্ছিতা কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাঁকুড়া জেলার মন্দিরশহর বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী ডিহর গ্রামে শতাব্দী প্রাচীন মল্লরাজদের ষাড়েশ্বর শিবমন্দিরে প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে গাজনের মেলা হয়। এই উপলক্ষে ডিহর ও আশেপাশের গ্রামের কয়েক হাজার শিবভক্ত যাদের গাজন সন্ন্যাসী বলা হয় তারা একত্রিত হন। গত ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় মেলার মধ্যে পাশের বেলিয়াড়া গ্রামের মুসলিম যুবক হিল্লাল সেখ ও তার তিন বন্ধু এক কিশোরীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। মেলার সন্ন্যাসী ও স্থানীয় মানুষরা এর প্রতিবাদ করলে ওই চারজন পালিয়ে যায়। কিন্তু কিছু পরে বেলিয়াড়া গ্রামের শ' দুয়েক মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে চড়াও হয়ে সন্ন্যাসীদের মারধর ও ভাঙচুর করতে থাকে। খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মেলার সন্ন্যাসী ও হিন্দুজনতা দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। পুলিশ শুধুমাত্র হিল্লাল সেখকে ধরে বিষ্ণুপুর হাসপাতালে ও পরে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে মন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

মল্লরাজাদের ষাড়েশ্বর শিবমন্দির।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু জনতা তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে মন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে মেলা বন্ধ করে দেয়। এর প্রতিবাদে সন্ন্যাসীসহ জনতা মেলাপ্রাঙ্গণে বসে পড়েন। পুলিশ লাঠিচার্জ করে সন্ন্যাসী ও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে মিহির সাউ নামে এক গাজন সন্ন্যাসীর মাথা ফেটে যায়। মেলাপ্রাঙ্গণ না ছাড়লে সন্ন্যাসীসহ ৩৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বাঁকুড়া জেল হাজতে পাঠায় ও মেলা বন্ধ করে দেয়। পরদিন বিষ্ণুপুর পৌরসভার সামনে ৩৭ জনের মুক্তির দাবিতে বিষ্ণুপুরের মানুষ জমায়েত হলে একইভাবে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ১৭ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে প্রদেশের সহসভাপতি ডাঃ সুভাষ সরকারের নেতৃত্বে জেল হাজতে গিয়ে ৩৭ জনের সঙ্গে দেখা করেন ও পরে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে তাদের মুক্তি ও দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তারের ১০ দফা দাবি পেশ করেন। ১৮ এপ্রিল সকাল ১১টায় বিষ্ণুপুর কোর্টে ৩৭ জনের জামিন মঞ্জুর হলেও দুষ্কৃতিদের কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট থাকায় রাজনৈতিক চাপে পুলিশ গড়িমসি করছে এই অভিযোগে বিষ্ণুপুরের মানুষের মধ্যে চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধছে। মন্দিরময় বিষ্ণুপুরেও মুসলমানদের দৌরাত্ম্য দিনদিন বাড়ছে দেখে স্থানীয় হিন্দুরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

মায়ানমার সীমান্তে বি এস এফের-র অস্ত্র লাঠি : রাকেশ সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ ও ১০ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হলো সীমা জনকল্যাণ সমিতির নির্বাচিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ বর্গ। এই বর্গে যোগ দিয়েছিলেন নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার ৫৭ জন শিক্ষার্থীর ভিতর ১১ জন প্রতিরক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। বর্গে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সীমা জাগরণ মঞ্চের সংযোজক রাকেশ সিংজী। তার বক্তব্যের মধ্যে বলেন— প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অসমবন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে বাংলাদেশকে প্রতিদিনই বিভিন্ন সীমান্ত পথ দিয়ে শয়ে শয়ে ট্রাক খাদ্য সামগ্রী পাঠাতে হচ্ছে।

সীমান্তবাসীদের অনুমান, অলিখিত চুক্তিতে হাজার হাজার গোধন সীমা পার হয়ে বাংলা দেশের বি বি জি-র হাতে পৌঁছে যাচ্ছে! প্রতিবেশী বাংলাদেশকে সহায়তা করতে সীমান্তে বি এস এফ সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সম্প্রতি, কারণ বাংলাদেশের বি বি জি-রা (বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড) দেশের অভ্যন্তরে পুলিশকে সহায়তা করতে গেছে। দায় তো আমাদেরই, ওদের স্বাধীনতা আমরা এনে দিয়েছি। অনুপ্রবেশের ঢল নেমেছে— ভোট লোলুপ নেতারা সীমান্তে সক্রিয়— ওদের তো ভোটার লিস্টে নাম তুলতে হবেও রেশনকার্ড দিতে হবে। সরকার দেশের অর্থনীতিক প্রত্যক্ষভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

লজ্জার কথা, বার্মা (মায়ানামার) সীমান্তে সরকার বি এস এফ-এর হাতে লাঠি ধরিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে মায়ানমার বর্ডার সিকিউরিটির হাতে অটোমেটিক মেশিনগান।

তিনি সীমা কর্মীদের বলেন, আমাদের সীমান্তের কাজ বেশ কঠিন। সীমা সৈনিক, সীমান্তবাসী ও চোরা চালান কারীদের প্রত্যক্ষ জানবার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সীমা সৈনিকদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের মানুষদের সাহস, সহায়তা, সংস্কার ও দেশভক্তির প্রমাণ দিতে হবে। যাতে তারা সীমা ছেড়ে পালানোর পরিবর্তে সীমা সৈনিকদের সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। বর্গে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বৈঠক নেন— তাপস বিশ্বাস, অর্জুন বিশ্বাস প্রমুখ।

খেলার ময়দানে গেহলটের রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানের গেহলট সরকার খেলার মাঠেও রাজনীতিকে টেনে এনেছে। রাজ্যসরকার স্বাক্ষরিত একটি হলফনামায় স্বাক্ষর করে খেলোয়াড়দের মুচলেকা দিতে হবে যে তারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। শুধু তাই নয় অর্থপুরস্কার গ্রহণ করার আগে আবার মুচলেকা দিতে হবে--- ভবিষ্যতেও আর এস এস-এর মতো সংগঠনের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগ রাখা যাবে না।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন, আর এস এস একটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন, তা নিষিদ্ধও নয়, তবু এরকম একটি সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীর প্রচার প্রমুখ শ্রী মনমোহন বৈদ্য বলেন— ''রাজস্থান সরকার তথা কংগ্রেসের প্রতিহিংসাপরায়ণ এই সিদ্ধান্তের আমরা কঠোরভাবে নিন্দা করছি। খেলোয়াড়দের থেকে এরকম মুচলেকা নেওয়া সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। কংগ্রেস খেলার মাঠে রাজনীতি ও ব্যক্তিগত বিবাদকে টেনে আনতে পারে না।''

এটা প্রকাশ্যে আসে গত সপ্তাহে রাজস্থান স্টেট স্পোর্টস কাউন্সিল (আর এস এস সি) সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে খেলোয়াড়দের অর্থ পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীর বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের বিরোধিতা প্রদর্শনের সময়। ভারোত্তোলক বিশাল সিং সহ অন্যান্যরা যখন পুরস্কার গ্রহণ করছিলেন তখনই তড়িঘড়ি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এস এস সি দু কোটিরও বেশি টাকা পুরস্কারস্বরূপ দিয়েছে যারা বিভিন্ন ইভেন্টে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উঠেছেন।

আর এস এস সি জানিয়েছে তারা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের নির্দেশ পালন করেছে মাত্র।

রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী মাঙ্গিলাল গারাসিয়া দাবি করেন এই আইন ১৯৮৬ সাল থেকে লাগু আছে। যদিও আর এস এস সি-র চেয়ারম্যান কোনও মন্তব্য করতে চাননি, কাউন্সিল দপ্তর জানিয়েছে ১৯৮৬ সালে এই আদেশ কার্যকর হয়, বিজেপি আমলেও চালু ছিল।

বিজেপি আমলের ক্রীড়ামন্ত্রী ইউনুস খান বলেন— তাঁর কার্যকালে এই আইন বাতিল করা হয়েছিল। কাউন্সিলের প্রাক্তন চেয়াম্যান মেজর এস এন মাথুর বলেন— তার কার্যকালে এরকম কোনও আদেশ ছিল না যেখানে খেলোয়াড়দের মুচলেকা দিতে হোত। গেহলট সরকার সেকুলার সাজার জন্য জামাত-ই-ইসলামী হিন্দ্‌কেও সেই নির্দেশের আওতায় রেখেছে।

বস্তুত, কংগ্রেসের কাউকে জনসমক্ষে রাষ্ট্রবিরোধী বা বিশ্বাসঘাতক বা ওইরূপ কিছু প্রতিপন্ন করার এটা একটা খেলা যা নিজেদের দুর্নীতিকে ঢাকার চেষ্টামাত্র।

তিস্তার বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দায়ে ফের অভিযুক্ত হলেন তিস্তা শীতলবাদ। যে গুলবার্গ সোসাইটির সদস্যরা এতদিন তাঁর মোদী-বিরোধী কুৎসায় বড় ভরসা ছিলেন তাঁরাই তিস্তার বিরুদ্ধে

আর্থিক মিথ্যা প্রতিশ্রুতির অভিযোগ এনেছেন। গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় গুলবার্গ সোসাইটির অনেকে প্রাণ হারান। জীবিত সদস্যদের মধ্যে ১১ জন এবছর মার্চের গোড়ায় গুজরাট পুলিশের জয়েন্ট কমিশনারের কাছে লিখিত ভাবে তিস্তার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার মামলা দায়ের করেন। সূত্রের খবর গুলবার্গ সোসাইটি চত্বরে একাধিক অনুষ্ঠান এবং সেখানে তিস্তার মিথ্যা আর্থিক প্রতিশ্রুতির প্রমাণও গুলবার্গ সোসাইটির জীবিত সদস্যরা পুলিশের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। অন্তত আধ ডজন ছবি তাঁরা পাঠিয়েছেন যেখানে তিস্তা শীতলবাদের সোসাইটি চত্বরে অনুষ্ঠানরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আলোকচিত্রের একটিতে তিস্তা শীতলবাদকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ধ্বংস হওয়া বাড়িটির সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে সোচ্চার হয়েছেন। অপরটি আরও মারাত্মক যেটিতে দেখা গিয়েছে তিস্তা নিজেই ভিডিওগ্রাফির মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িটির সামনে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের করুণ মুখের চিত্র তুলছেন, সেইসঙ্গে রয়েছে তাঁর এনজিও-টির ব্যানারও। সবমিলিয়ে তিস্তার নোংরা দেশ-বিরোধী রাজনীতি এই ঘটনার সৌজন্যে আরও একবার প্রকাশ্যে এল বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

সংবাদ প্রতিবেদন

ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে মুসলমানরা ভয়শূন্য মনে আছে : তারেক ফাতেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কানাডিয়ান লেখক তারেক ফাতেহ ভারতে এসেছেন। তিনি প্রগতিশীল ও উদারবাদী মুসলিম হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, ‘‘মুসলিমরা যদৃচ্ছ শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়ছে। বামেরা ইসলামিক আন্দোলনকে ভুল মূল্যায়ন করছে। এই ইসলামিক দমননীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলিমদের অবস্থান অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ভারতবর্ষ এক আশ্চর্যজনক দেশ যেখানে নানা ভাষা ও ধর্মের সমন্বয় করে রাষ্ট্রব্যবস্থা এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে মুসলিমরা ভয়শূন্য ভাবে নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে। ভারতীয় মুসলিমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে বেশী স্বচ্ছন্দ।

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘‘আমার মনে হয়েছে ভারতীয় মুসলিমরা দ্বিধান্বিত কিন্তু তারা ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ টানতে রাজি। তারা ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করে এখানে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মুসলিম সমাজে ভালো নেতৃত্ব নেই। আমি মুসলিম সমাজের অনেক বড় নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। সবসময়ই তারা বলেছেন তারা ভারতীয় হিসাবে পরিচিত হতে চান। আমার মনে হয়েছে তারা তাদের দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন যারা স্বাধীনতা হরণ করতে চাইছে তাদের সঙ্গে তারা যথেষ্ট লড়াই করছে না।

শ্রী ফাতেহ মন্তব্য করেন, ‘‘উদারবাদীরা সারা পৃথিবী জুড়ে বামপন্থী ভাবনা চিন্তাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে। ইসলামিক ফ্যাসিবাদের জন্ম অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে শুরু হয়নি। ইসলামিক ফ্যাসিজম্ হচ্ছে এক আর্দশের লড়াই। গতানুগতিক ভাবনা দিয়ে এই লড়াইকে বোঝা যাবে না।’’

“ভারতবর্ষ এক আশ্চর্যজনক দেশ যেখানে নানা ভাষা ও ধর্মের সমন্বয় করে রাষ্ট্রব্যবস্থা এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছে। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে মুসলিমরা ভয়শূন্য ভাবে নিজেদের প্রভাব খাটাতে পারে। ভারতীয় মুসলিমরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চেয়ে বেশী স্বচ্ছন্দ।”

তিনি এও বলেন, দুর্ভাগ্যবশত উদারবাদী বামপন্থীরা এবং সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের ব্যক্তিরা তাদের ভাবনাকে সঠিক বলে ভাবতে রাজি। ইসলামিক আন্দোলনকে অর্থনৈতিক বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত করে তারা মস্তবড় ভুল করছে।’’

তাঁর আরও মন্তব্য হলো, ‘‘ভারতবর্ষে মুসলিমরা বিভেদের স্বীকার হচ্ছে। একথা স্বীকার করেও আমি বলছি মুসলিমদের কথা বলার অধিকার রয়েছে এখানে আর অন্যত্র স্ত্রী ও পুরুষেরা ইসলামের নামে আক্রান্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে, তবে তা বাজপাখীর ভয়ার্ত শিকার নয় তা হচ্ছে স্রেফ দাদাগিরি। ভারতবর্ষে আইন ও প্রশাসনিক উদ্যোগে তা নিরসন সম্ভব। কিন্তু ইসলামিক দেশে নারীদের পুরুষের চেয়ে হীন বলে ভাবা হয়।’’

তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘‘উদারবাদী মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে চর্চা করতে হবে। কোনটি গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় সেটা বলতে হবে। একজন মুসলিম নারী কেন মসজিদে যেতে পারছে না তা হিন্দুর সমস্যা নয়। যদি মুসলিম সমাজ নারীদের অধিকার না দেয় তবে তারা অন্য সমাজকে দোষারোপ করে কি করে?

ইসলামিক ফ্যাসিজম্ ব্যাকফুটে লড়ে জেতা যাবে না। ভারতীয় মুসলিমদের দায়িত্ব বেশি। তারা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন সেখানে কি তাণ্ডবই না ঘটছে!’’

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

‘চিটফান্ডে’ নাভিশ্বাস উঠেছে বঙ্গবাসীর

পরিবর্তনের ধাক্কায় বাঙালির এখন নাভিশ্বাস উঠেছে। সিপিএম বাঙালির শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, আত্মবিশ্বাস, সংস্কৃতিকে গলাটিপে মেরেছিল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে ঝাড়ুদার সকলকেই বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পার্টির ক্রীতদাস না হলে এই রাজ্যে কাজ করে খেতে হবে না। উঠতে বসতে কমরেডদের ‘লাল সেলাম’ জানাতে হবে। এখন চিট ফান্ডের চিটিংবাজি নিয়ে গৌতম দেব, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিমান বসুরা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে গলাবাজি করছেন। গরিবের সর্বস্বান্ত হওয়া নিয়ে চোখের জলে বৈশাখের শুকনো ধুলো ভিজিয়ে কাদা করে দিচ্ছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন, ৯৯ শতাংশ বাঙালির স্মৃতি দুর্বল। বাঙালি ভুলে গেছে যে সিপিএম দলের বড় বড় কমরেডরা পশ্চিমবঙ্গে চিট ফান্ড ব্যবসা দক্ষিণের দুটি রাজ্য থেকে আমদানি করেছিল। নির্বাচনের সময় এরাই পার্টিকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে। ১৯৮৭ থেকে টানা পাঁচবার বামফ্রন্টের জয় নিশ্চিত করেছিল রাজ্যের অসংখ্য ছোট বড় চিট ফান্ড সংস্থা। পুলিশ, প্রশাসন, কমরেডদের পেশিশক্তির কাছে হার মেনেছিল জনমত। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের নেতারা চিট ফান্ডের চিটিং নিয়ে গরম গরম বিবৃতি ঝাড়ছেন। এই নেতারাই এক সময়ে আলিমুদ্দিনের হাত ঘুরে আসা টাকার বখরা পেতেন। সিপিএমের ৩৫ বছরের রাজত্বে প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা পশ্চিমবঙ্গে সত্যিকারের বাম-বিরোধী লড়াই করেননি। টাকার জোরে সিপিএম রাজ্য কংগ্রেসকে তাদের দলদাস ‘বি’ টিম করেছিল। আজ তাদের মুখে গরম বুলি মানায় না। গৌতম দেব, বুদ্ধদেবরা কী ভুলে গেছেন যে ১৯৮০ সালে কলকাতার বড় মাপের চিট ফান্ড সংস্থা ‘সঞ্চয়িতা’-র বেআইনি লগ্নির ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ায় পার্টির অন্দরে তখনকার অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র কীভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। অশোকবাবুর ইচ্ছা ছিল পিয়ারলেস সংস্থার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার। জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে পারেননি। তবে পিয়ারলেসের কর্তারা বিপদ বুঝে তাঁদের কয়েকটি সঞ্চয় প্রকল্প নিজেরাই গুটিয়ে নেয়। এইসব প্রকল্পের আমানতকারীদের জমা অর্থ সুদসহ মিটিয়েও দেন। তাই আজও কেউ বাঙালি এস কে রায়ের ওই সংস্থার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতে পারেনি। অথচ এক বাঙালি সাহারা শ্রী সুব্রত রায় বেআইনিভাবে বাজার থেকে আমানতকারীদের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগে দেশের শীর্ষ আদালতে অভিযুক্ত।

নির্বাচনের সময় সিপিএম-কে অর্থ সাহায্য করেছে চিট ফান্ড সংস্থার পরিচালকরা। গত ২০১০ সালে রাজ্যের পাঁচটি বড় চিট ফান্ড সংস্থা বুঝে যায় যে পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ফিরছে না। পরিবর্তনের আওয়াজ দিয়ে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট মহাকরণ দখল করতে চলেছে। টাকার থলি নিয়ে সংস্থার

গূঢ়পুরুষের

কলম

কর্তারা হাজির হন তৃণমূল নেত্রীর দরজায়। সরাসরি দলের ফান্ডে টাকা নিলে সততার শুভ্রতায় কালো দাগ লাগতে পারে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি কোটি টাকায় কিনে দলের ফান্ডে তারা টাকা জমা দেয়। একদা সিপিএমের দুই ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিও রঙ পাল্টে বিপুল টাকায় মমতার আঁকা ছবি কিনে বাঙালির পিলে চমকে দেন। নিজের শিল্পকীর্তির এমন সমঝদারদের প্রতি তৃণমূল নেত্রী প্রসন্না হবেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। রাজ্যবাসীর ‘দিদি’ অকাতরে বলতে শুরু করেন, ‘‘আমি ছবি বিক্রির টাকায় পার্টি চালাই। আমার দলের কর্মী সদস্যদের চাঁদা দিতে হয় না। আমার টাকায় পার্টি চলে। তাই দলে আমার কথাই শেষ কথা।’’ উত্তরের মায়াবতী বা দক্ষিণের জয়ললিতা কেউই এমনি ‘শেষ কথা’ বলার দেমাক দেখাতে পারেননি। বিপদ হয়েছে, ছবি রহস্যের ঝুলি থেকে চিট ফান্ডের ধূর্ত বেড়ালরা একে একে বেরিয়ে পড়েছে। তবে চিন্তার কারণ নেই। যতদিন তিনি মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসবেন ততদিন রাজ্যের ব্যবসায়ীরা কোটি টাকায় না হলেও লাখ টাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকীর্তি অবশ্যই নিলামে কিনবেন। রাজ্যে এখন খুচরা পয়সার বড়ই অভাব চলছে। বাসে, অটোতে খুচরো পয়সায় ভাড়া দিতে না পারলে যাত্রীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। খুচরোর আকাল কাটাতে ‘দিদি’ তাঁর অটোগ্রাফ বিক্রি করতে পারেন। শুধু শর্ত থাকবে, শিল্পপতিদের রেজগি-তে রঙিন অটোগ্রাফ কিনতে হবে। চেক বা ৫০ টাকার নোটও চলবে না। তবে ১০ টাকার নোট চলতে পারে। কারণ, বাস-অটোর সর্বনিম্ন ভাড়া ১০ টাকা করা হচ্ছে এমনই শোনা গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, সর্বস্বান্ত হওয়া আমানতকারীদের তিনি রক্ষা করবেন। বন্ধ হয়ে যাওয়া খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেল তিনি আবার পুরোদমে চালু করে দেবেন। তবু কিছু অবুঝ আমানতকারী ও চিটফান্ডের এজেন্টরা দিদির ওপর ভরসা না রেখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করছেন। সকালে খবরের কাগজে মৃতের পরিবার পরিজনের হাহাকারের ছবি দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। দুঃখ হয়, দিদির ‘সোনার বাংলা’ না দেখেই অসহায় মানুষটা চলে গেলেন। কলকাতা হবে লন্ডন, দার্জিলিং হবে সুইৎজারল্যান্ড, বাংলার গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ হাসপাতাল হবে এইসব আশ্বাস প্রতিশ্রুতির কী কোনও মূল্যই নেই। এই বছরে না হলে পরের বছর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। লোকসভার নির্বাচনও হবে। দেখা যাবে দিদির ডাকে ভোটদাতারা দলে দলে খোল করতাল নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথে কীর্তন গাইছেন, ‘যে জন ভজে দিদির নাম সে হয় দিদির প্রাণ রে...’। চিট ফান্ডের চিটিংবাজির ফাঁদে পা দিয়ে যাঁরা ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন তাঁরা এমন পুণ্য দৃশ্য দেখতে পেলেন না। পরিবর্তনের ডাক দিয়ে রাজ্যের তাবৎ বাঙালিকে বেকুব বানিয়ে যে নেত্রী মহাকরণ দখল করতে পারেন তাঁর অসাধ্য কাজ কিছু নেই। গার্ডেনরিচ কাণ্ড, প্রেসিডেন্সি কাণ্ড, চিট ফান্ড কাণ্ড কোনও কিছুই আঁচড় কাটতে পারবে না দেশের সেরা জাদুকরীর শাড়ির আঁচলে। দিল্লীতে এস এফ আইয়ের দুর্বৃত্তদের হাতে মার খেলেন তাঁর প্রবীণ অর্থমন্ত্রী, অসুস্থ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এটা ম্যাজিক নয়? মার খেল শ্যামল, হাসপাতালে গেল অমল। এমনটি দেশের কোনও জাদুকর দেখাতে পারেননি। পারবেনও না।

ত্রিপুরায় পুনরায় পদার্পণ

গত ১৯ এপ্রিল ত্রিপুরার আগরতলায় স্বস্তিকা আগরতলা সংস্করণের উদ্বোধন হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে, সঙ্ঘের অসম ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাস রায় ও আইনজীবী হিমাংশু দেব প্রমুখ। ত্রিপুরার সংবাদ সমেত সপ্তাহের প্রথম দিনে স্বস্তিকা নিয়মিতভাবে আগরতলা থেকে প্রকাশিত হবে। পূর্বেও স্বস্তিকা কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত হোত।

Telegram :LIBRAJUT
e-mail :
cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

Phone : 2237-7880 to 85
2225-1050/7924/8150
Fax : 91 (33) 2225-0221
91 (33) 2236-3754

Libra Exporters Ltd.

Manufacturers, Exporters, Importers & Commission Agents

Works :- P.O. Choudwar,
Dist. Cuttack, Odisha - 754-025
Ph (0671) 2394304, 2394356,
2394267

REGD. Off.
33, C. R. Avenue
8th Floor
Kolkata - 700 012

ADMN. Off.
G.P.O Box 2539,
25, Princep Street,
Kolkata - 700 072

তৃনমূলের গুরু বিমান বসু

মাননীয় বিমান বসু
রাজ্য সম্পাদক, সিপিএম
আলিমুদ্দিন স্ট্রিট,

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুষ্কৃতী তাণ্ডব নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূল কংগ্রেসের এই তাণ্ডবকে সমর্থন জানানো যায় না কোনও ভাবেই। কিন্তু এই তাণ্ডব সংস্কৃতি তো কমরেড আপনাদের কাছে কিছু নতুন নয়। আপনাদের হাত ধরে আজ থেকে ৪৭ বছর আগে এমনই তাণ্ডব হয়েছিল এই প্রেসিডেন্সির বুকেই। না, এমন তাণ্ডব নয়। এবার তৃণমূলিরা বেকার ল্যাবরেটরি ভাঙচুর করেছে। ১৯৬৬ সালে সিমিএমের ছাত্র সংগঠন তালা ভেঙে ওই ল্যাব ভাঙচুরের পর আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সে দায় মেনেও নিয়েছিল অতীতের এসএফআই। সে সময় যার নাম ছিল বিপিএসএফ।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ এপ্রিল কারা হামলা চালিয়েছিল, কারা বেকার ল্যাবরেটরিতে ভাঙচুর চালাল তা এখনও তদন্তাধীন। যদিও ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ১৯৬৬ সালের ১০ ডিসেম্বর এই বেকার ল্যাবে কারা আগুন লাগিয়েছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই নেই। কারণ সেই সময়েই হামলার দায় মেনে নিয়েছিলেন আপনারা। বিমানবাবু, সিপিএমের ছাত্র সংগঠন বিপিএসএফ সেই কাণ্ড ঘটানোয় আপনাকে তো গ্রেফতারও হতে হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দলের কাঁচামাল নির্মাণের কারখানা বানানোর ইতিহাসে সব থেকে উজ্জ্বল নামটা যে সিপিএমের তার প্রমাণ ইতিহাসেই আছে। আর সুখ্যাত প্রেসিডেন্সি কলেজে শক্তি কায়েম করতে পারা মানে গৌরবজনক কারখানার মালিক হওয়া। ইতিহাস বলছে এই মানসিকতা থেকে সেদিন প্রেসিডেন্সি দখলের হিংসাত্মক রাজনীতিতে নেমেছিলেন ছাত্র নেতা বিমান বসু, শ্যামল চক্রবর্তীরা।

আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কিন্তু মাননীয় বিমানবাবু এসব কথা জানতে

কোনও বিরোধী দলের অভিযোগের দরকার নেই। সেই ইতিহাসের অনেকটাই সিপিএম নেতা শ্যামল চক্রবর্তী তাঁর '৬০-৭০- এর ছাত্র আন্দোলন' বইতে উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক বামপন্থী নেতার লেখাতেও একই ইতিহাসের বর্ণনা আছে। ১৯৬৬ সালের আগে সেভাবে কোনও আন্দোলন দানা বাঁধেনি প্রেসিডেন্সিতে। কিন্তু '৬৫ সালের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আগুনে রাজনীতির পর তার প্রভাব পড়তে শুরু করে ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজে। সে সময় হিন্দু হোস্টেলের কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর তার জেরে বিপিএসএফের আন্দোলনে ১৯৬৬ সালের ৯ ডিসেম্বর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় কলেজ। আর পরদিন ১০ ডিসেম্বর আগুন লাগানো হয় বেকার ল্যাবে। টানা ৬৯ দিন বন্ধ ছিল কলেজের পঠন-পাঠন। সেই সময় গ্রেফতারও করা হয় সেদিনের ছাত্র নেতা আজকের সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসুকে। শ্যামল চক্রবর্তী তাঁর বইতে লিখেছেন, বিপিএসএফ এর সভাপতি সুবিনয় ঘোষের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকায় তিনি তখন আত্মগোপন করে কাজ করছিলেন। দলের নির্দেশে তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ঘটনার নিন্দা করেন। শ্যামল চক্রবর্তী লিখেছেন, সেই সময় কলকাতায় পলিটব্যুরোর বৈঠক চলছিল। বেকার ল্যাবে অগ্নি সংযোগের পর তাঁদের দলের রাজ্য দফতরে ডেকে সমালোচনাও করেছিলেন জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্তরা। ভবিষ্যতে এমন ধরনের ঘটনা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে বিমানবাবু? না পড়লে আপনার সহযোদ্ধা কমরেড শ্যামল চক্রবর্তীর বইটা একবার পড়েই নিন।

— **সুন্দর মৌলিক**

ইউ পি এ ২-র জিওন কাঠি

তারক সাহা

নিন্দুকেরা বলে, মুলায়ম সিংয়ের নাকি দারুন শখ একবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার, যেমনটা ছিল জ্যোতিবাবুর। জ্যোতিবাবুর প্রতিবন্ধক ছিল তাঁরই নিজের দল। মুলায়মের দলে কোনও প্রকাশ কারাত নেই যে মুলায়মের স্বপ্ন পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবে হ্যাঁ, প্রকাশ কারাতের ছায়া তো আছেই। অ-কংগ্রেসী, অ-বিজেপি দল নিয়ে তৃতীয় ফ্রন্টের সরকারের ভাবনা তো সেই কারাতেরই। কেবল ত্রিপুরার মতো একটা ছোট রাজ্যের সরকারে থাকা একটা দলের তো আর সেই ক্ষমতা নেই যে রাজা হবার, বরং রাজা তৈরির ভূমিকায় থেকে নেপথ্যে কলকাঠি নেড়ে পুতুল রাজাকে নিজের মতো করে নাচানো যায়। তাই নেতাজীর ভরসা সেই কারাত, ওড়িশার পট্টনায়কপ্রমুখদের সাহায্য। আর সেই কাজে পুত্রকে পরম্পরা তৈরির লক্ষ্যে লখ্‌নউ তখতে বসিয়েছেন।

তবে মুলায়মের সমস্যা একাধিক। কংগ্রেস রাজ্যে শত্রু হলেও কেন্দ্রে কংগ্রেস হরিহর আত্মা। কারণ হলো মুলায়ম যদি ট্যাঁ-ফোঁ করে তো কংগ্রেস তাঁর পিছনে সিবিআই ফেউ লাগিয়ে দেয়। একথা বিজেপি বললেও সম্প্রতি মুলায়ম তা স্বীকার করে নিয়েছেন। ইউপিএ-২ তিন 'ম'-র সমস্যায় জেরবার। অন্যদিকে মুলায়মের পথের কাঁটা তাঁর নিজের ছেলেই। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে সিংহাসনে বসে অখিলেশ আবার সযত্নে মাফিয়ারাজ ফিরিয়ে এনেছেন। আবার রাজা ভাইদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। গুজরাটে ২০০২ সালের দাঙ্গার কালো দাগ এখনও নরেন্দ্র মোদীর শরীর থেকে কিছুতেই ছাড়ছে না, উন্নয়নের সেরা রাজ্য হিসেবে দেশের বাইরে ও অন্দরে প্রশংসিত হয়েও। অথচ অখিলেশের রাজ্যে গত এক বছরে বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গিয়েছে। মিডিয়া ব্যাপারটা চেপে গেলেও মুলায়মের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রদায়িক হয়ে যান একটা দাঙ্গাতেই, অথচ অখিলেশ হন না। বেশ কয়েকটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে যাবার পরও মুলায়ম এবং তাঁর পুত্র বেমালুম অ-সাম্প্রদায়িক থেকে যান কংগ্রেসের মতো ১৯৮৪ সালে দিল্লীর দাঙ্গায় শত শত শিখ নিধন হবার পর। গুজরাট দাঙ্গায় জড়িত ১২০০ মানুষের সাজা হলেও শিখ নিধন যজ্ঞে একজনের সাজা দেয়নি দেশের আদালত। উল্টে শিখ নিধন যজ্ঞের নায়কদের দরাজ হাতে পুরস্কৃত করেছে কংগ্রেস মন্ত্রী, সাংসদ বানিয়ে।

এমন-ই বিচিত্রতার ফায়দা লুটতে চান মুলায়ম। তাঁর পুত্র যে রাজকার্য ঠিকঠাক চালাচ্ছেন না ধমকের সুরে তা মিডিয়ার মাধ্যমে আম-আদমিকে জানিয়েও দিয়েছেন, ২০১৪ বা তাঁর আগে যখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তখন তৃতীয় ফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে থাকতে হলে তাঁর রাজ্যে কমপক্ষে ৫৫ থেকে ৬০টি আসন পেতেই হবে নইলে তো তাঁর নাম তো কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনবে না। আর পুত্র তাঁর সেই আশায় জল ঢেলে দিচ্ছেন। দিন যত গড়াচ্ছে ততই জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন পিতা-পুত্র।

আর এই সমস্যা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি অনেকটা চঞ্চল করে দিয়েছে মুলায়মকে। অনেকের মতে ২০১৪ সালটা প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে 'নাউ অর নেভার' পরিস্থিতি। গত ১৯ মার্চ শ্রীলঙ্কায় তামিল সমস্যা প্রশ্নে ডিএমকে মনমোহনের মাথার ওপর থেকে হাত তুলে নিতেই ইউপিএ-তে মুলায়মের কদর বেড়েছে কয়েক গুণ। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো ডি এম কে-র সমর্থন তুলে নেবার ঠিক আগেরদিন এক বেফাঁস মন্তব্য করে সোনিয়ার সমস্যা বাড়িয়েছেন তাঁরই দলের ইস্পাতমন্ত্রী বেণী প্রসাদ বার্মা। তিনি এক আলটপকা মন্তব্য করে বসেন মুলায়মের বিরুদ্ধে আর তাতেই বেড়ে যায় তার রাগ। বেণী প্রসাদ বলেন, ২০০২ সালে মুলায়ম গুজরাট নির্বাচনে লড়ে সন্ত্রাসবাদীদের হাত শক্ত করেছেন। ভোট ভাগের খেলায় কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটে সেবার। বার্মাজীর মন্তব্য ছিল ১৮ মার্চের। ডিএমকে-র সমর্থন তোলার ঘটনা আগে ঘটলে বার্মাজী এমন মন্তব্য করতেন না সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ শরিকের বিরুদ্ধে। হাল যা হবার তা হয়েছে। সোনিয়া করজোড়ে মুলায়মের কাছে ক্ষমা চাইছেন এমন বিড়ম্বনাময় দৃশ্য আম-আদমির নজরে এল দেশ জুড়ে বৈদ্যুতিন মিডিয়ার দৌলতে।

বার্মাজীকে থুতু মেঝেতে ফেলে চাটতে হলো ম্যাডামের নির্দেশে।

বেণী প্রসাদের ওই আলটপকা মন্তব্যে নড়ে চড়ে বসেন মুলায়ম। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে তিনি সমর্থন তুলে নেবেন সরকারের ওপর থেকে। সঙ্গে ময়দানে নামেন সোনিয়াজী অবস্থা বেগতিক দেখে। ক্ষমা চেয়ে, বার্মাকে দিয়ে থুতু চাটিয়েও যখন মুলায়মের রাগ কমল না তখন এক অতি তুচ্ছ ঘটনায় ২১ মার্চের সাত-সকালে করুণাপুত্র স্ট্যালিনের বাড়িতে সিবিআই হানা। স্ট্যালিনের চেয়ে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ নিজের আয় বহির্ভূত অধিক বে-হিসাবি সম্পত্তির মালিক মুলায়মের বিরুদ্ধে সি বি আই মামলা বর্তমানে ধামাচাপা। ইঙ্গিতে স্পষ্ট, তাকে বার্তা দিল সরকার— সাবধান, ট্যাঁ ফোঁ করেছ কি সিবিআই নামক ফেউ পিছনে লাগবে। যদিও মনমোহনজী কাঁচুমাচু মুখে বলেছেন তিনি এই ব্যাপারে কিছুই জানেন না। ব্যাপারটা নিয়ে যখন রাজনৈতিক মহলে হৈ চৈ তা সামলাতে ময়দানে সোনিয়া মানুষকে বোঝাতে মাঠে নামিয়েছেন চিদাম্বরমকে। কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়াই নাকি সিবিআইয়ের হানা স্ট্যালিনের বাড়িতে— এমন তত্ত্ব কোনও নাবালকও হজম করবে না। আর তার সুফলও হাতে-নাতে। ফণা ওঠানো মুলায়ম সুড়সুড় করে ঢুকে পড়লেন সাপুড়ে সোনিয়াজীর ঝুড়িতে। সম্প্রতি মুলায়মের অকপট স্বীকারোক্তি সিবিআই অতীতে তাঁর পিছনে লেগে তাঁর জীবনের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তাই তাঁর এই সুখী জীবনে শান্তির আর ব্যাঘাত চান না। দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে নির্বাচনী আবহ আর এই আবহে যদি সিবিআই তাঁর পিছনে লেগে যায় তো ২০১৪-য় প্রধানমন্ত্রির দৌড়ে থাকার অবস্থায় তিনি নাও থাকতে পারেন। মুলায়ম সমর্থন তুলে নিলে কী কী ঘটার সম্ভাবনা দেখা যাক। মুলায়ম সমর্থন তুললে সরকার সমর্থন হারাবে আর সরকার পড়ে যাবে। কিন্তু সংবিধানে এমন ব্যবস্থা নেই সরকার পড়লে রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধানে নির্বাচন হবে। সুতরাং সরকার পড়লেও নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সরকার কাজ চালিয়ে যাবে। নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলেও সিবিআই-কে দিয়ে মায়া-মুলায়মের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির মামলা দ্রুত চালিয়ে নির্বাচনের আগেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ব্যবস্থা নেবে সরকার। আর তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে মায়া-মুলায়মের জেল যাত্রা হতে পারে। অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ এমনই তত্ত্বের ওপর মায়া-মুলায়ম দাঁড়িয়ে। একবার দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁরা আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। তাছাড়া আরও অজানা ফল ভুগতে হতে পারে তাঁদের। কাজেই এই অকর্মা, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারকে টিকিয়ে রাখার দায় তাঁদের ওপরই। নইলে আখেরে ক্ষতি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদেরই। সুতরাং এই সরকারের জিওন কাঠি দুই 'ম'-য়ের ওপরই। ভক্তিতে নয় ভয়েই সমর্থন জুগিয়ে যাবে মুলায়ম ২০১৪ সাল পর্যন্ত অর্ধমৃত সরকারকে বাঁচিয়ে রাখাতে। সোনিয়ার দায়ের চেয়ে অনেক বড় দায় যে মুলায়মের।

এজেন্টদের জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ২০.০০ টাকা করে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের পাওনা টাকা অবশ্যই পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো হবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা (পিন সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমা টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে পত্রালাপ করুন। মুদ্রিত অফিসের মোবাইলে ফোন করতে পারেন।

— ব্যবস্থাপক

LAW পড়তে চান ?

DHEYAN

YOUR SUCEESS OUR MISSION

বারাসাত, কলেজস্ট্রিট,
ঢাকুরিয়া, হাওড়া

9831097463 / 9474759899

একটি বিরলতম বক্তৃতা ও নরেন্দ্র মোদী

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

> “তিনি বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণের শপথ নিয়ে কংগ্রেস হটানোর আহ্বান জানান। এই দেশভঙ্গকারী দলের হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিতে তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন “মা ভারতীর কল্যাণে নেমেছি আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।”

গত ৯ এপ্রিল ২০১৩, রাজ্য বিজেপি আয়োজিত মহাজাতি সদনে এক জনাকীর্ণ কর্মীসভায় বক্তব্য রেখে গেলেন গুজরাতের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছের নরেন্দ্রভাই। নেতাজী ইনডোর সভাস্থলটি তুলনামূলক ভাবে বৃহৎ হওয়ায় মোদীজীর সভায় যে জনসমাগম প্রত্যাশিত তার সঙ্গে মানানসই হোত। এই বিতর্ক ও সেই সংক্রান্ত আক্ষেপ ওই দিনের অনেক বক্তার বক্তব্যেই ধরা পড়েছে। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা সরাসরি জানালেন এই রাজ্যের আর্থিক অনটন রয়েছে এমনটাই বহুল প্রচারিত ও অনেকাংশে সত্যিও। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজী ইনডোর ভাড়া দিলে নগদ ৫ লক্ষ টাকা আয় হোত সরকারের। সরকার স্রেফ রাজনৈতিক বিরোধী। তার কারণে তাঁদের সভাস্থলটি দেয়নি সেই দিন সেটি খালিই পড়েছিল। এ ব্যাপারে মোদীজীর প্রতিক্রিয়ায় পরে যাব।

ওইদিনের সভায় পূর্ব ধারণা মতই কর্মী সমর্থকদের ভিড় সব ধরনের হিসেব ছাপিয়ে যায়। এই প্রতিবেদক বিকেল ৪-টেয় সভা নির্ধারিত থাকলেও ২.৪৫-এ সভাস্থলে প্রবেশ করে কোনওক্রমে আসন সংগ্রহ করতে পেরেছিল। প্রিয় নেতাকে একবার দেখার ও স্বকর্ণে তাঁর কথা শোনার জন্য বেলা ৩টের মধ্যেই আবেগতাড়িত জনতার ভিড়ে হলে তিল ধারণের

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি মোদী। সঙ্গে রাহুল সিন্‌হা, চন্দন মিত্র, ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জায়গা ছিল না। সাড়ে তিনটেতেই কর্তৃপক্ষ মূল প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়ার আবেদন জানান। হলের ভেতরের থিকথিকে ভিড় তখন দুদিকে দেয়াল ঘেঁষে আশ্রয় নিয়েছে। আয়োজকদের তরফ থেকে কর্মী-উৎসাহীদের মাটিতে বসে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়। বিনা দ্বিধায় কয়েক শ' মানুষ মহাজাতি সদনের সমগ্র প্রবেশপথটি আবৃত করে বসে থাকেন অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত। এই পর্বটি সবিস্তার বিস্তৃত করার কারণ এটা বোঝানো যে, প্রকৃত জননেতা বা জননায়কের ওপর মানুষ এখনও সবকিছু বাজি রাখতে রাজি। এ ঘোটলা-সংক্রান্ত দেশে তিন বারের এক নিষ্কলঙ্ক মুখ্যমন্ত্রী যিনি তার ধ্যান-ধারণা, রাষ্ট্রপরিচালনার পরীক্ষিত নিয়ম-নীতিগুলি সমগ্র দেশের মঙ্গলে প্রয়োগ করার ডাক দিয়েছেন। মানুষ তাকে বিপুল আগ্রহে গ্রহণ করেছে। তাঁর ওপর রাখতে চাইছে ১০০ ভাগ আস্থা। তিনি দেশের শুভচিন্তক হবেন এটা লোকে বিশ্বাস করতে চায় তাঁরা এই কেলেঙ্কারী-আক্রান্ত পারিবারিক শাসনের অবসানও চায়, সেই সঙ্কল্পের সার্থক রূপকারের হাত শক্ত করতেই মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েত।

এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পরপর ৮ খানি দেশাত্মবোধক সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের আবহ নির্মাণে যা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। এরপর রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' শ্রোতাদের সঙ্গে সমবেতভাবে পরিবেশন করে সকলকে সভার সঙ্গে একাত্ম করে নেন। এদিনের সর্বোচ্চ আকর্ষণ মোদীজী ছাড়াও ছিলেন বিজেপি-র রাজ্য-সভাপতি রাহুল সিনহা, জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য তথাগত রায়, প্রাক্তন সভাপতি

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পর্যবেক্ষক রাজ্যসভা সদস্য ও পাইওনীয়ার সম্পাদক চন্দন মিত্র, সিদ্ধার্থ নাথ সিংহ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট কর্মকর্তা।

এদিনের সুন্দর ভাষণে বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় অতি যুক্তিনিষ্ঠভাবে এ রাজ্যের মানুষ ও রাজনীতিবিদদের বিজেপি সম্পর্কে কপটাচার ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভণ্ডামিকে উন্মোচিত করেন। তবু জনতার মন পড়েছিল সন্ধি পুজোর দিকেই। তথাগতবাবুর বক্তৃতা চলাকালীনই এদিনের মুখ্য অতিথি মোদীজী এসে পৌঁছোন। তথাগতবাবু আর সময় নেননি। অন্যান্য বক্তারা সকলেই অত্যন্ত মৌলিক বক্তব্য রাখলেও সকলেই ভেতরে ভেতরে ভাবছিলেন মোদীজীর দেরি করিয়ে দিচ্ছেন না তো? বিকেল ৫টার কয়েক মিনিট পরেই বলা শুরু করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ভাষণের শুরুতেই তিনি নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের পদধূলিধন্য মহাজাতি সদনে বলতে গেলে তাঁর আবেগ ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। এদিন তিনি এরাজ্যের সরকারের সমালোচনা করার মত প্রাদেশিক বিষয়ে আবদ্ধ না থেকে তাঁর যে সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি বিজেপি-র 'কমল ফোটার' সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিকশিত হচ্ছে, সেদিকেই খেয়াল রেখেছিলেন বেশি। তবে অতি সুন্দর একটি ইঙ্গিতময় পদ্যে তিনি বলেন, ''গুজরাতে আমি কার্যকর্তাদের বলি রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার ঠিক নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব দলেরই সমান অধিকার থাকে।'' এটি যে যুক্তিহীন কারণে দলকে নেতাজী ইনডোর না দেওয়ার সূক্ষ্ম প্রত্যাঘাত তা বোঝা যায়। অবশ্যই ছিল তাঁর চির পরিচিত প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। তবে হ্যাঁ, প্রত্যেকটি বিষয়ই ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে। প্রশ্নক্রম অনুযায়ী যেগুলি অনেকটা নিচের মতো। যার যৌথ সম্মতিসূচক উত্তরগুলি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত অতি মাত্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের শব্দ সংক্রান্ত নিরাপত্তার পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। এই শব্দ বিস্ফোরণ পর্বে একটু পরে আসছি। এই মধ্যবর্তী সময়ে মোদীজী মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রাষ্ট্রনায়ক শ্যামাপ্রসাদের মতো তপস্বীর জন্মভূমিকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে কার্যকর্তা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমি আশা রাখি এই আসন্ন নববর্ষ ও আগামী নববর্ষের মধ্যে আপনারা এমন কাজ করবেন এমন শক্তি জনসমর্থন অর্জন করবেন যে লোকে মন দিয়ে আপনাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে।''

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মোদী।

> "আমি আশা রাখি এই আসন্ন নববর্ষ ও আগামী নববর্ষের মধ্যে আপনারা এমন কাজ করবেন এমন শক্তি জনসমর্থন অর্জন করবেন যে লোকে মন দিয়ে আপনাদের কথা শুনতে বাধ্য হবে।"

এর পরে পরেই তিনি বলেন, ''যদিও ক্ষমতার কাছাকাছি যাবার কোনও সুযোগ এ রাজ্যের কার্যকর্তা, কর্মীদের কোনওদিন হয়নি, তবুও তাঁদের যে নিরলস পরিশ্রম ও ত্যাগ তা থেকে তিনি শিক্ষা নিতে চান।'' তিনি এই রাজ্যে প্রবাস করেছেন বহুবার। তাঁর মনে হয়েছে কার্যকর্তারাই প্রেরণা। ''ভোট রাজনীতিতে অনেকক্ষেত্রেই জামানত জব্দ হলেও আপনারা জীবন লাগিয়ে লড়ছেন। এই ত্যাগ এই ঘাম, কভি না কভি রঙ জরুর লায়েগী। সেই দিন আসবেই যেদিন বাংলার নাগরিক আপনাদের বুকে জড়িয়ে ধরবে।''

তিনি বলেন, ''রাজনীতি আজ শুধু জাতপাত, ধনী-দরিদ্র এসবের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তার রূপ বদলাচ্ছে। একবাক্যে দেশের মানুষ চায় বিকাশ। কে নেতা, কে দল, কি আচার, কিন্তু বিকাশ জরুরি।'' জনতার মনে আপনাকে এই বিশ্বাস আনতেই হবে যে আমিই পারব। হিন্দুস্থানে এই পরিবর্তন গুজরাত এনেছে। বড়লোক রোগ হলে ডাক্তার ডেকে আনে। কিন্তু যে গরীব তার ওষুধ, পড়াশোনা রোজগারের ব্যবস্থা সরকারের দায়িত্ব। প্রতি মুহূর্তে এই কর্তব্যের হিসেব দিতে হয়। দিল্লীর ওপর আজ মানুষের এত অনীহা কেন? কারণ দিল্লী মানুষের কথা ভাবে না। তারা শুধু টাকা ওড়াতে ব্যস্ত। বিদ্রূপ ছলে তিনি উদাহরণ দেন যদি আপনার পকেটে থাকা ৫০০০ হাজার টাকায় আপনি কেবলই রসগোল্লা, সন্দেশ খান তা কদিন থাকবে? আপনাকে তো সম্পদ

তৈরি করতে হবে। ওই ৫ হাজার কে ৭ থেকে ১০ হাজার করার কথা ভাবতে হবে। তবে না দেশ সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু যে ৫০০০ হাজার উড়ে গেল ওই টাকা তো ছিল আপনার ট্যাক্সের। কমনওয়েলথ গেমস করে দেশকে লুটে নিল। মানুষ তো এসবই দেখেছে। তারা পরিবারের শাসন দেখেছে, কম্যুনিস্টদের সমর্থনে চলা সরকার দেখছে, আবার বিজেপি-র সরকারও দেখেছে। বিভিন্ন মানদণ্ডে এই সরকারগুলির কাজকর্মের খোলাখুলি মূল্যায়নের আহ্বান জানান তিনি। আর এই নিরীক্ষণের মাপকাঠিতে বিজেপি শাসিত দুর্নীতিহীন সরকারগুলিই যে এগিয়ে থাকবে তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আজকাল অধিকাংশ মানুষের কাছে থাকা মোবাইল ফোন দেখলেই কংগ্রেসী লোকেরা বলে এ আমরা দিয়েছি, তারা ভুলে যান মানুষ এগুলি দাম দিয়ে কিনেছে। 'রাইট টু ইনফরমেশনে' গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দাবী করলে ওই দপ্তর তা জানায় না। অথচ কংগ্রেস হুঙ্কার ছাড়ে আমরা এসব চালু করেছি। এখন নতুন ঘোষণা শুরু হয়েছে, দিল্লীতে ক্ষমতা ক'জনের হাতে থাকবে। কাষ্ঠপুত্তলী প্রধানমন্ত্রী ও দলনেত্রীর মধ্যে বখরা হবে না একজনই সব কুক্ষিগত করবে। এর পরই শুরু জনতাকে সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্য প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্ন মোদীর, উত্তর জনতার :

(১) ক্ষমতা থাকলে তো ভাগাভাগি। আগামী নির্বাচনে কোন কংগ্রেসী পাওয়ার সেন্টার তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কি আপনাদের নজরে পড়ছে? —না আ...

(২) কংগ্রেসকে বলুন দেশকা নেতা কোন হ্যায়— ১০০ জনে ১ জনও কি প্রধানমন্ত্রীর নাম নেবে? না আ...

(৩) দেশের সর্বনাশ করার সব পাপ কংগ্রেস চাপায় তার সহযোগী দলগুলির ওপর। নিজে কোনও দায় নেয় না। এরকম দলের কি আর ক্ষমতায় থাকা উচিত? একই 'না' এর পুনরাবৃত্তি।

(৪) এদের টেনে নামানো কি আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না? এবার 'হ্যাঁ' এর নির্ঘোষ।

(৫) আমরা কি দেশ বদলানোর চেষ্টা করব না। হ্যাঁ... সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন তাঁরা প্রশ্নোত্তর পর্ব কলাজ দারুণ। একটু প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে মোদী বলেন স্বাধীনতার পর এই একটা কংগ্রেসী সরকার যার ওপর মানুষের ঘৃণা আর অপশ্রদ্ধা সব লক্ষণরেখা ছাড়িয়ে গেছে। ভাবুন স্বাধীনতার পর ৭৭ অবধি একাদিক্রমে ৩০ বছর প্রথমেই তারা সময় পেয়েছিল, না ছিল মিডিয়ার হামলা, না ছিল পি আই এল, না ছিল কপট এন জি ও, না ছিল জোরদার বিরোধী, তবুও তারা কিছুই করল না। পশ্চিমবঙ্গের মার্ক্সবাদী কৌশলবাজদের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে বিদ্ধ করে বলেন এরা একবার জিতলে ৫ বছর ব্যয় করেন শুধু পরের পর জেতবার মতলব ঠিক করতে। যেখানে কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট সরকার (ছিল) সেখানেই সব থেকে বেশি বেকার। আবার ফিরে যান কেন্দ্রীয় লক্ষ্যে। তীব্র হতাশায় ব্যক্ত করে বলেন আজ শূন্য কারখানা পড়ে আছে। কয়লা নীতির অভাবে কয়লা উঠছে না। খনি নীতি নেই। ছোট ছোট দেশ থেকে কয়লা কিনছে চড়া দামে। দাম কমাতে বলার হিম্মত নেই। দেশের ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ছে। এদের (কংগ্রেসের) গায়ে লাগছে না, এরা রেইন কোর্ট পরে স্নান করছে। দেশের বিদেশমন্ত্রী ইউ এন ও-তে গিয়ে দেশে গিয়ে অন্য রাষ্ট্রের রিপোর্ট পড়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে!

কোনও ব্যবসায়ী আগ্রহী নয়। কবে হঠাৎ দেশের নীতি বদলে যায়। মোদাজী এখন এসে গেছেন শেষ পর্বে। তিনি বিবেকানন্দের স্বপ্ন পূরণের শপথ নিয়ে কংগ্রেস হটানোর আহ্বান জানান। এই দেশভঙ্গকারী দলের হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিতে তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন ''মা ভারতীর কল্যাণে নেমেছি আমাদের কেউ রুখতে পারবে না।'' মন্ত্রমুগ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনতা তখনও স্থিরকল্প। এটি এক বিরল রাজনৈতিক বক্তৃতার স্বাক্ষী থাকা, সন্দেহ নেই।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী।

কলকাতায় বণিকসভায় নরেন্দ্র মোদী

দেবব্রত চৌধুরী

পশ্চিমবাংলার তিনটি চেম্বার অফ্ কমার্স যথা ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্স, ভারত চেম্বার অফ্ কমার্স এবং মার্চেন্ট চেম্বার অফ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি সমবেত ভাবে গ্রান্ড হোটেলে গত ৯ এপ্রিল সকালে কলকাতা আসা গুজরাতের উন্নতি সম্বন্ধে 'গুজরাত মডেল' শোনার জন্য এক সভার আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য ছিল আগামী দিনে মোদীজী দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে তাঁর শিল্পনীতি কি হবে? উদ্বোধনী বক্তৃতায় এম. সি. সি. চেম্বার অফ্ কমার্সের প্রেসিডেন্ট দীপক জালান মোদীজীর কাছে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ার কৌশলগুলি শোনার আবেদন রাখেন। মোদিজীর বক্তব্যে তার পুরোটাই পূর্ণ হলো বলে মনে হয়। প্রথমেই গুজরাতের দ্রুত উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব হলো তা বলতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অতীত ও ঐতিহ্যের জয়গান গেয়ে মুখবন্ধ করেছেন মোদী। তারপর ধীরে ধীরে সমালোচনা শানাতে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি। কেন্দ্রের তরফে রাজ্যগুলিকে আর্থিক বঞ্চনা থেকে শুরু করে বিদেশ নীতি কি হওয়া উচিত আর কি নয় তার রূপরেখা তৈরি করে দেন মোদিজী। বক্তৃতায় বার বার আনলেন গুজরাত রাজ্যের সাফল্যের কথা। তাঁর রাজ্যের নীতি ও তাঁর চিন্তাভাবনাগুলিকে গ্রহণ করলে গোটা দেশের ছবিটি কীভাবে বদলে যেতে পারত তার ব্যাখ্যা দেন মোদিজী। গুজরাতের কৃষি, বিদ্যুৎ সেচ, সৌরশক্তি ও শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। বহু সীমাবদ্ধতা নিয়েও গুজরাতকে তিনি পাদপ্রদীপের আলোতে আনতে পেরেছেন, অথচ অনেক সুযোগ বেশি পেয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার পক্ষপাতগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। গুজরাত এবং দিল্লীর তুলনামূলক আলোচনা থেকে মোদীর অন্তর্নিহিত আবেদনও স্পষ্ট, যে ব্যক্তি গুজরাতকে এক প্রতিকূলতার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে অপপ্রচারের মধ্যে দিয়ে রাজ্যকে দেশের এক উন্নয়ন মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন— দিল্লীর তখতে তাঁকে এবার সুযোগ দিলে ক্ষতি কি?

বণিকসভার মঞ্চ থেকে প্রশ্ন তুললেন "ইউপিএ সরকার কীভাবে চলছে? ফাইল পড়ে আছে ৭ বছর ধরে। সরকার খালি ভাবছে গোপন ক্যামেরায় কিছু ধরা পড়ে গিয়ে পাছে সি বি আই বা অন্য কেউ তদন্ত করতে চলে আসবে। তাই সব কাজ আটকে আছে। দিল্লীর সরকার বার বার ক্যালেন্ডারের পাতা দেখছে— কবে ২০১৪ সাল আসবে। কারণ এ সরকার ভালভাবেই জানে ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরে ইউপিএ সরকারের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।" গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তীব্র জলাভাব এবং বিদ্যুৎ সঙ্কটের মধ্যে এক রাজ্যে কীভাবে প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ দেওয়া যায় তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। উন্নয়নের মডেল নিয়ে বলতে গিয়ে মোদীজী তিনটি ক্ষেত্রে জোর দিয়েছেন— কৃষি, উৎপাদন এবং পরিষেবা। বণিক সভার হলে মোদিজী কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর রাজ্যেই একমাত্র কৃষকের হাতে মাটির হেলথ কার্ড আছে। তিনি আর একটি জরুরি কথা বলেছেন— "কবে বৃষ্টি হবে আর কৃষক পরিশ্রম করবে এই ভরসায় বসে থাকলে সরকার চলে না। কৃষি উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ আবশ্যক।" এই সভার থেকে প্রশ্ন ছিল— 'গুজরাত মডেল কি অন্য রাজ্যে কাজে লাগবে?' তিনি জবাবে বললেন, এক জেলার মডেল পাশের জেলাতেও হুবহু কাজে লাগানো সম্ভব নয়। তবে মূল দর্শন এবং কৌশল কাজে লাগাতে হবে— স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে কিছুটা রদবদল করে নিতে হয়।

নমোঃ

১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গুজরাত প্রদেশের ভদনগরে জন্মছিলেন নরেন্দ্র দামোদর মোদি। পরম ভক্ত ছিলেন বিবেকানন্দের। ব্যস্ত থাকতে চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে। তাই ম্যাট্রিক পাশ করেই চলে এসেছিলেন রাজকোটে আজকের বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ আত্মস্থানন্দের কাছে। সেখানে রামকৃষ্ণ মঠে প্রায়ই যেতেন। স্বামী আত্মস্থানন্দকেই তিনি গুরুরূপে বরণ করেন। ব্রহ্মচারী হওয়ার জন্য অনুরোধ করলে গুরুজী তাঁকে বলেছিলেন, সন্ন্যাস ধর্ম না নিয়েও সমাজের ভাল করা যায়। ''তোর জন্য সন্ন্যাস বিধান নয়। তোর চাই দেশসেবা, সমাজসেবা ও জাতির উন্নয়ন।'' মোদিজী তাই মেনে নিয়ে আবার ফিরে এলেন। ভাইয়ের সঙ্গে মিলে স্থানীয় রেল স্টেশনে চায়ের স্টল চালাতে লাগলেন। সেইসঙ্গে বিদ্যাচর্চা করতে লাগলেন।

গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'মাস্টার ডিগ্রী' অর্জন করলেন। যোগ দিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে। পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক। দিল্লীর ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন সম্পাদক। পরবর্তীকালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী।

১৮৬৩ সালে আমরা পেয়েছিলাম এই বাংলায় এক নরেন্দ্রকে, যিনি বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। ভারত নুতন করে পেল আর এক নরেন্দ্রকে— উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে। তাই নরেন্দ্র মোদী ভারতবাসীর কাছে আজ নমো, নমো, নমো।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

চিঠিপত্র

জেহাদ : কাসভ ও আফজল গুরু

ইসলামের একটি প্রধান স্তম্ভ 'জেহাদ'। সোজা কথায় 'জেহাদ' হচ্ছে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের জন্য যুদ্ধ। কোরাণে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে অজস্রবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অমুসলমান ও কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি করার। এ নির্দেশ কখনও আল্লাহ্ বা অপর কারও জবানিতে, যেমন— "তোমরা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে (মুসলমানী স্বর্গ) প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল জানচ্ছে" (৩/১৪২)। "বস্তুতঃ যে আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব" (৪/৭৪)। "অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসকারীদের (অমুসলমানদের) সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করবে তখন ওদের মজবুত করে বাঁধবে,... যারা আল্লাহ্র পথে নিহত (শহীদ) হয় তিনি কখনই তাদের কাজ বিনষ্ট হতে দেন না" (৪৭/৪)।

উপরোক্ত শেষ আয়াতটি (৪৭/৪) আল্লাহ্র না অপর কারও জবানীতে তা স্পষ্ট না হলেও অত্যন্ত অমার্জিত, আক্রমণাত্মক ভাষায়, সেটা স্পষ্ট। এবং জেহাদীর জন্য আল্লাহ লোভনীয় মহাপুরস্কারের গ্যারান্টিও দিয়েছেন। জেহাদের জন্য এরূপ তাগিদ এই আয়াতগুলিতেও আছে : ২/১৯৩, ২১৬; ৮/৩৯,৬৫; ৯/৫, ২০, ২৯, ৩৯, ৭৩; ৪৮/১৬ ইত্যাদি।

দোজখের (মুসলমানী নরক) ভয়ংকর বিবরণ ও বেহেশ্তের (মুসলমানী স্বর্গ) অপূর্ব মনোহারী বর্ণনা কোরাণ ও হাদীসের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। অনেকেই তা জানেন।

সৎ অসৎ নির্বিশেষে অমুসলমানরা ভীষণ দোজখে যাবেই একথা কোরাণে বহুবার বলা হয়েছে। এবং মুসলমানগণই সৎ বা অসৎ যাই হোক আগে বা পরে একদিন বেহেশ্তে যাবেই তা-ও কোরাণ, হাদীসে পুনঃপুনঃ উল্লেখিত।

মধ্যযুগে জেহাদের ঢং-টা যেভাবে ছিল অধুনা তা বদলেছে। এখন মুসলমানদের একটা অংশ আত্মঘাতী মানববোমাও হচ্ছে। কিন্তু মধ্য বা আধুনিক যে কালেই হোক শহীদ হয়েও অপরকে মারতে মুসলমানরা যে উৎসাহিত হচ্ছে তার উৎস বা প্রেরণা ওই কোরাণ ও হাদীস। কাসভ, আফজল, ওসামা এবং হাজারও মুসলমান তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

কাসভ ও আফজল জেহাদী এবং সম্প্রতি শহীদও। তারা কোরাণ ও হাদীসের বর্ণনা ও আশ্বাস অনুযায়ী বেহেশতের প্রধান আকর্ষণ। ভারত সরকার তাঁদের ফাঁসি দিয়ে এই মহৎ উপকারটি করেছে। সংখ্যালঘুদের উপকারের জন্য ভারত সরকার সর্বদাই প্রবল উদ্যোগী।

—কমলাকান্ত বণিক, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

পরিবর্তনের রাজ্যে তাণ্ডব

৯ এপ্রিল মঙ্গলবার দিল্লীতে সিপিএম ও তার ছাত্র সংগঠন এস এফ আই-এর এক শ্রেণীর গুণ্ডাদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহে আরও একবার প্রমাণ হলো তাদের ফ্যাসিবাদী রাজনীতির বীভৎস সক্রিয়তা। মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর উপর বামমার্গী গুণ্ডাদের ওই বর্বরোচিত আক্রমণ ও হেনস্থা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রকে হত্যার সামিল। অবশ্য 'কমিউনিস্ট'রা কোনকালেই বা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন? মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, মাওবাদ, স্ট্যালিনবাদ স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর। তাই মুখে তাঁরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা নৈতিকতার কথা বললেও তা আসলে রাজনৈতিক ভণ্ডামি। তবে দিল্লীর ওই অগণতান্ত্রিক ঘটনার কারণ যে কলকাতায় আইন অমান্য অভিযানে অংশগ্রহণকারী এস এফ আই-এর রাজ্যনেতা সুদীপ্ত গুপ্তর অকাল মৃত্যু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বামমার্গীদের অভিযোগ, পুলিশ সুদীপ্তকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। যদিও ওই অভিযোগ তৃণমূল, তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ-প্রশাসন অস্বীকার করেছেন। কিন্তু তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী (পুলিশমন্ত্রী) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মৃত্যুকে 'তুচ্ছ' ঘটনা (Petty matter) বলেছেন। আর এটাই তাদের রাগের কারণ। তবে রাগ যতই থাকনা কেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনও প্রতিবাদ সহিংস হওয়া উচিত নয়। 'মারের বদলে মার' গল্প, নাটক, সিনেমার ঘটনা। গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনকে হাতে তুলে নেওয়া সংবিধান বিরোধী। সেদিক থেকে বিচার করলে দিল্লীর ঘটনা অনৈতিক, অগণতান্ত্রিক, অমানবিক ও অসাংবিধানিক। তাই নিন্দার্হ। কলকাতায় জোর নেই তো দিল্লীতে জোর দেখানো, অর্থাৎ 'জোর যার মুলুক তার' —এক মধ্যযুগীয় বর্বরতা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু দিল্লীর ঘটনার জেরে এ রাজ্যের তৃণমূলীরা যা করছে তাও কী সমর্থনযোগ্য? দিল্লীর ঘটনার খবর কলকাতায় পৌঁছতেই তারা নেমে পড়ে রাস্তায়। মিছিল চলাকালীন আক্রান্ত হতে থাকে সিপিএমের পার্টি অফিস। চলতে থাকে রাজ্যজুড়ে পার্টি অফিসে মারধর, লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। এখানেই শেষ নয়। অন্তত সপ্তাহখানেক ধরে চলতে থাকে এই গুণ্ডামি। এমন কী, আক্রমণ নেমে আসে সিপিএম-বাড়িতেও। মারধর, লুটপাট, ভাঙচুরের সঙ্গে চলে নারী নিগ্রহও কোথাও কোথাও। এ পর্যন্ত অন্তত শতাধিক পার্টি অফিস ও সিপিএম বাড়িতে চলেছে তৃণমূলী হামলা। তাদের হাত থেকে রেহাই পাননি প্রাক্তন বিধায়ক ও নেতারাও। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ও নিন্দনীয় ঘটনা এই, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলা তথা এশিয়ার গৌরব এবং যাকে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াস চলছে, সেই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা। তারা শুধু তালা ভেঙে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদেরই নিগৃহীত করেনি বর্বরোচিত

ফঃ ৩

ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটিয়েছে। রেহাই পায়নি ঐতিহ্যবাহী গবেষণার সূতিকাগার পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার (বেকার ল্যাবরেটরি)-টিও তাদের তাণ্ডবের হাত থেকে। শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক। অরাজকতা আর কাকে বলে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূল শাসিত রাজ্যে এ কোন্ পরিবর্তন? ৩৪ বছর সিপিএম যা যা অন্যায় ও অবিচার করেছে, তৃণমূলীরাও তা তা করছে। রাম রাজত্বে খুন, জখম, মারামারি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, জালিয়াতি, তোলাবাজি, সর্বক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ, বিরোধীদের ঠ্যাঙানো প্রভৃতি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বর্তমান রাজত্বেও তাই চলছে। তৃণমূলীরাও ['ঢিলের বদলে পাটকেল' (Tit for tat) ও 'জোর যার মুলুক তার' (Might is right)] গ্রহণ করেছে সেই বামনীতি। বেকারত্ব, গরিবি, অভাব, অনুন্নয়ন ও রাজনৈতিক সন্ত্রাস রাজ্যটাকে ক্রমশ গ্রাস করছে। নারীরা ভুগছেন নিরাপত্তাহীনতায়। মানুষের মন থেকে ভীতি দূর হয়নি অর্থাৎ, 'যথাপূর্বং তথা পরং।' আর রাজ্যবাসী বলছেন, 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।'

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

শিক্ষায় বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা হলো মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই উপস্থিত ছিল তারই প্রকাশ। শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বামীজী বলছেন, ''যে শিক্ষা দ্বারা মনের ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা।'' পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমগ্রের থেকে ইচ্ছাশক্তির প্রভাব সর্বাধিক। যেহেতু এই ইচ্ছাশক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত তাই এর কাছে সমস্ত কু-শক্তিই পদানত হবে। ভারতে বসবাসকারী সকল জাতিরই বিশ্বাস যে শক্তি, পবিত্রতা বা পূর্ণতা আমাদের অন্তরেরই বিষয়। এগুলি আমাদের জন্মগত অধিকার— আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। প্রকৃত শিক্ষা এবং পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে তফাৎ অনেক। একজন ব্যক্তি প্রভূত পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার অভাব দেখা যেতে পারে, যেটা তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। স্বামীজী বলতেন— 'Man Making Education' -এর কথা, অর্থাৎ প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার কথা। তিনি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যাই নিজ নিজ ব্যক্তির ভিতরে আছে এবং তার প্রকৃত জাগরণই হলো

মূল শিক্ষা। সত্যিই কী আমরা বিবেকানন্দের এই ভাবধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি? তাঁর এই স্বপ্নপূরণ করতে আমরা কী সমর্থ হব? ছাত্র হিসাবে আমার উত্তর হলো 'অবশ্যই পারবো।' স্বামীজী ছিলেন সাহসী (Bold) এবং আশাবাদী (Optimist)। তাই এ কাজেও সাফল্য পেতে গেলে তাঁর দেখানো পথকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। স্বামীজীর মধ্যে নিহিত যে ২৪টি গুণের কথা আমরা পাই তার মধ্যে আত্ম-শ্রদ্ধা, আত্ম-বিশ্বাস, ধৈর্য, সহনশীলতা শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদি আমরা আমাদের মনকে একটি জলাধারের সঙ্গে তুলনা করি, তবে বলা যায় যে মনের মধ্যে কোনও তরঙ্গ উঠে প্রশমিত হলেও একেবারে লুপ্ত হয় না। সেটি মনের মধ্যে একটা দাগ বা ছাপ ফেলে যায়, ফলে সেই তরঙ্গটির পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা থাকে— আর এই সম্ভাবনার একত্র নামই হলো সংস্কার। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সনাতন প্রথাকে অবলম্বনের কথাও বলেছেন তাঁর বাণী ও রচনার মাধ্যমে। তিনি অতি স্পষ্টতই বলছেন, ''এখন কেবল positive thought (গঠনমূলকভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে ওইরূপ সমস্ত হিন্দু জাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে।'' পাঠ্যশিক্ষা ব্যতীত ধর্মশিক্ষারও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে আজকের সমাজে। ধর্ম ও দর্শনের সর্বোচ্চ আদর্শসকল এই ভারত- ভূমিতেই চরম পরিণতি লাভ করেছিল। এই সেই ভূমি, যেখান হতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বন্যার মতো প্রবাহিত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করেছে, আবার এখান থেকেই সেইরূপ তরঙ্গ উঠে নিস্তেজ জাতিসমূহের মধ্যে জীবন ও প্রাণসঞ্চার করবে। বিভিন্ন মানুষের ভাব বিভিন্ন। এইসব ভিন্ন ভিন্ন ভাব সঙ্গে নিয়েই সে জন্মলাভ করে। সে কখনওই ওই ভাবকে লঙ্ঘন করতে পারে না। তাই প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবানুসরণের মাধ্যমে ও সেই ভাবানুযায়ী গুরুর পুষ্টিবিধায়ক উপদেশের সাহচর্যে শিক্ষাকর্মে উন্নতিসাধন করতে পারবে। বিবেকানন্দ তাঁর অতি স্বল্প জীবৎকালে বিভিন্ন দিকের সঙ্গে শিক্ষা প্রসঙ্গে এভাবেই নানা দিকের নির্দেশ দিয়ে গেছেন যা এখনও আমাদের ভাবায়। স্বামীজীর বক্তব্য, ''কেহ কাহারও সমস্যা পূরণ করিতে পারে না। নিজেরাই নিজেদের সমস্যা পূরণ করতে পারে। তোমাদের সেবা ছাড়া অন্য কিছু করার ক্ষমতা নেই।'' তাই তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''অববোধ-প্রথার দ্বারা রমণীগণকে কখনও কী রক্ষা করা যায়? সৎ শিক্ষা ও দেবভক্তি- প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিত হন।'' উল্লেখ্য, এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিবেকানন্দ কেন্দ্র ও আরও কিছু সংগঠন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী যথার্থই বলেছেন, ''যদি একবার প্রকৃত সেবাভাব আমাদের জীবনে প্রবেশ করে যায়, তাহলে আমরা অনুভব করতে পারবো যে, আমাদের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্পত্তি— তা যত অধিকই হোক না কেন, বাস্তবে তা আমাদের নয়, এতো সমাজ-দেবতার পূজার জন্য উপকরণ মাত্র। তখন আমাদের সম্পূর্ণ জীবন সমাজের সেবার জন্য একটি উপহার হয়ে দাঁড়াবে।''

—অত্রি মল্লিক, একাদশ শ্রেণী, বর্ধমান।

ভারতবর্ষে আবিষ্কারের পরম্পরা

রবীন সেনগুপ্ত

আবিষ্কার শুধু বিজ্ঞানের জগতেই হয় না। সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব নিয়মিত আবিষ্কৃত হয়ে থাকে। যে কোনও বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। তাই বিজ্ঞান বলতে আমরা সাধারণ অর্থে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স ও বায়োলজির শ' খানেক শাখাকে বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান— এ সবকেও বিজ্ঞান বলা যায়। ভারতবর্ষে অতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই সব কয়টি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নানা আবিষ্কার হয়েছে।

যেমন সঙ্গীতের সাতটা সুরের আবিষ্কর্তা তো ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞানীরাই। পরমাণু, অণু, কোয়ার্ক জাতীয় কণিকার আবিষ্কর্তাও ভারতীয় ঋষিরাই। নগর নির্মাণ বিদ্যা বা টাউন প্ল্যানিং-এর আবিষ্কর্তা অবশ্যই বিশ্বকর্মা, ময়দানবরাই। বাস্তুবিদ্যা বা ফেঙ্-শুই এর কথা তো বহু ভারতীয় গ্রন্থে রয়েছেই সুপ্রাচীনকাল থেকে। স্থাপত্য বিদ্যা বা আর্কিটেকচার সায়েন্সে ভারতবর্ষ যে কত আবিষ্কার করেছে তার প্রমাণ প্রাচীন মন্দিরগুলির শিল্পে ছড়িয়ে রয়েছে। সংস্কৃতর মতো উন্নতমানের ভাষাবিজ্ঞান বা লিংগুইস্টিক সায়েন্সের আবিষ্কর্তা তো ভারতীয়রাই। ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যার মতো উচ্চতর গণিতের ব্যবহার যে ভারতীয়রাই প্রচলন করেন— তার প্রমাণও রয়েছে। ওই বিশাল মহাকাশ বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং থিয়োরি সংস্কৃতে 'অন্ত বিস্ফোরণ' নামে বহু পূর্বেই বর্ণিত আছে। পৃথিবীর যমজ গ্রহের অস্তিত্ব আবিষ্কারকও ভারতীয় পুরাণ কর্তারা। ভিন গ্রহে প্রাণের কথাও ভারতীয়রাই প্রথম বলেন। মহাকাশ-যানের আবিষ্কর্তাও অবশ্যই ভারতীয়রা। অবশ্য আধুনিক মহাকাশ যানগুলি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাই করেছেন।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা বস্ত্রশিল্প যে ভারতবর্ষে কতখানি উন্নত ছিল তার প্রমাণ মসলিন, গরদ, তাঁত ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতীয়রা প্রমাণ করে আসছে বহু যুগ ধরেই। ধাতু নিষ্কাশন ও ধাতু নির্মাণ বিদ্যার ভারতীয় আবিষ্কারগুলির শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ বহন করছে প্রাচীন মুকুট, তরোয়াল, গুপ্তযুগের লৌহস্তম্ভ, গহনা ইত্যাদি।

শিক্ষামূলক বিজ্ঞানও ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। তখনকার সিলেবাসে ১৮টি বিষয় পড়ানো হোত। তাকে বলা হোত অষ্টাদশ বিদ্যা। তাতে ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূ-বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, মরাল সায়েন্স, ন্যায় শাস্ত্র বা আইন, ললিতকলা, গণিত সবই পড়ানো হোত। গণশিক্ষা বয়স্কশিক্ষা হিসাবে প্রতিটি এলাকায় পুরাণ পাঠের কথকতার আসর বসত সন্ধ্যাবেলায়। স্নাতক বা গ্র্যাজুয়েট শব্দটিই সেই যুগের আবিষ্কার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভারতীয় আবিষ্কার তো সবার আগে। কসমেটিক সার্জারি, কুষ্ঠ চিকিৎসা, ন্যাচারোপ্যাথি, রসায়ন-চিকিৎসা, ব্রেন অপারেশন, ধাত্রী বিদ্যা, মন্ত্র চিকিৎসা, সঙ্গীত চিকিৎসা বা মিউজিক এন্ড সাউন্ড থেরাপিরও প্রবর্তক ভারতীয়রাই।

যুদ্ধ বিজ্ঞান বা ওয়ার সায়েন্সের নানা প্রকার মনস্তাত্ত্বিক কৌশল, ব্যূহ রচনা আজও গ্রাউন্ড ওয়ারে ব্যবহৃত হয়। আকাশ পথে যুদ্ধের আবিষ্কর্তাও যে এদেশই তার প্রমাণ ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধের কথা থেকে পাওয়া যায়।

কৃষি বিজ্ঞান, বাঁধ নির্মাণ, বোটানি, জুওলজি, হিউম্যান ফিজিওলজি, ফিজিও থেরাপির উপর ভুরি ভুরি তথ্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে রয়েছে।

প্রশাসনিক বিজ্ঞান বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্সের নানা কথাও মনুসংহিতা, মহাভারত ও অন্য নানা গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়।

বিউটিশিয়ান কোর্স সংক্রান্ত নানা তথ্যও তন্ত্রশাস্ত্র ও গরুড় পুরাণে রয়েছে। জ্যোতিষ শাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক যাগযজ্ঞের বিজ্ঞানটাতো একচেটিয়া এদেশেরই আবিষ্কার। তাছাড়া শিশুপালন বিদ্যা, বাৎসায়নের কামসূত্রম্ গ্রন্থে যৌন বিজ্ঞান বা সেক্সোলজির নানা আবিষ্কারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

আর কাব্য, সাহিত্য ও দর্শনের নানা শাখায়, ভূগোল ও অর্থনীতির নানা তত্ত্বে ভারতীয় মনীষীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা তো প্রবাদপ্রতিম হয়ে রয়েছে।

টুরিজমের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা যেভাবে চারধাম, চতুর্দশ প্রয়াগ, সপ্ত মোক্ষ ক্ষেত্র ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন তাতে কীভাবে দেশ জুড়ে কোটি কোটি মানুষকে ভ্রমণে আগ্রহী করে তোলা যায় সে সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা দেখে আজও বিস্ময় জাগে। মানস অমরনাথের মতো দুর্গম ক্ষেত্র আবিষ্কার করাটাও তো ভারতীয় মেধারই কৃতিত্ব। আইনের বহু আধুনিক সূত্রের আবিষ্কর্তাও ভারতীয়রা। তার প্রমাণ মনুসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, ভৃগু-সংহিতার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার ম্যানেজমেন্টের তত্ত্বও গীতা, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে এবং বর্তমানে সেগুলি দেশ বিদেশে পড়ানোও হচ্ছে। মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের আবিষ্কারের সংখ্যা এত বেশি যে বর্তমানের এত কিছু আবিষ্কারের পরও সেই পুরাতন আবিষ্কারগুলিকে ছোট করা যাচ্ছে না।

চৈতন্যযুগের পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

পর্ব — ১৭

লাওদার বাঁকারায়ের মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

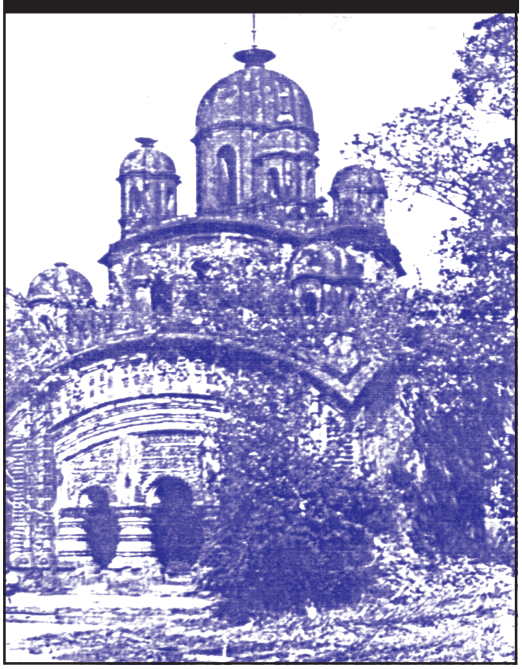

'মন্দিরের দেশ' পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার লাওদা গ্রামে বাঁকারায়ের ইঁটের তৈরি 'নবরত্ন' রীতির মন্দির স্থাপত্য ও 'টেরাকোটা'র দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং আনুমানিক উচ্চতায় ৫০ ফুট। লেখকের শেষ পরিদর্শনের সময় মন্দিরটি খুবই জরাজীর্ণ ছিল। ঢাকা বারান্দার সামনের প্রবেশ পথের থাম 'ইমারতি' রীতির এবং খিলান 'দরুন' শ্রেণির। নিচের ও ওপরের 'চাঁদনি'র কার্নিশগুলি সুন্দরভাবে বাঁকানো। শীর্ষদেশের কেন্দ্রীয় 'রত্ন' 'পঞ্চরথ' দেউল রীতির, দ্বিতল ও ত্রিতলের 'রত্ন'গুলি 'ত্রিরথ' দেউল। প্রতিটি 'রত্নে'র ওপরে লৌহশলাকায় 'বিষ্ণুচক্র'। মন্দিরটি ত্রিতল। ওপরতলে যাওয়ার সিঁড়ি আছে।

মন্দিরের লিপি থেকে জানা যায়, এটি ১৮০১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত হয়। টেরাকোটা লিপিটি এই : 'সুভমস্তু শকাব্দা ১৭২৩ সন ১২০৮ সাল'। ১৭২৩ শকাব্দ বা ১২০৮ সাল =১৮০১ খৃস্টাব্দ।

এই মন্দির 'পঙ্ক' (পঙ্খ) ও 'টেরাকোটা' কাজের এক সুন্দর নিদর্শন। গর্ভগৃহ প্রবেশ পথের 'পঙ্কে'র সুন্দর কাজে লতা ও ফুল অঙ্কিত। পঙ্কের কাজে লাল রংএর ব্যবহার আছে। 'টেরাকোটা'র মধ্যে কার্নিশের ঠিক নিচে হরিনাম সংকীর্তন দৃশ্যসূচক মোট পাঁচটি বড়ো মূর্তি আছে। এগুলির মধ্যে মৃদঙ্গবাদনরত একটি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে সংকীর্তনরত কীর্তনীয়া। 'দশাবতার' মূর্তিগুলির মধ্যে মাল্যধারী মূর্তি সম্ভবত গৌরাঙ্গের।

এই মন্দিরের কার্নিশের নীচে যে বড়ো বড়ো টেরাকোটা আছে, সেগুলির সঙ্গে পূর্বোক্ত চেঁচুয়া-গোবিন্দনগরের রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৭৮১ খৃস্টাব্দ) ও বৃন্দাবনপুরের মহাপ্রভুর 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরের (১৮২৭ খৃস্টাব্দ) বড়ো বড়ো টেরাকোটা মূর্তির বেশ মিল আছে। সম্ভবত ওই মূর্তিগুলি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও পার্ষদ দ্বাদশ গোপালের,— গলদেশে মাল্য ও মাথায় চূড়াবাঁধা। এর দ্বারাই বোঝা যায়, প্রভু নিত্যানন্দ ও জাহ্নবা মায়ের উদ্যোগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম কীরূপ সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

বাঁকা রায়ের এই মন্দিরের একটি টেরাকোটা ফলক উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপায়ীর বিলাসীজীবনের এক মৈথুনচিত্র। মৈথুনদৃশ্যের মধ্যে পশুমৈথুন দৃশ্যও আছে। মন্দিরের ভিত্তিবেদিসংলগ্ন পাদদেশে সেকালের সামাজিক দৃশ্যে জ্বলন্তচিত্র ফলক ছিল। কিন্তু সেগুলি বেশ কয়েক বছর আগে অন্তর্হিত হয়েছে। এই মন্দিরে বাঁকা রায় নামে শালগ্রাম শিলা এবং একই সঙ্গে শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দ পূজিত হন।

লাওদা গ্রামে অপর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির ভূতনাথ শিবের বৃহৎ 'দালান'। প্রতি বছর নীল-সংক্রান্তির দুদিন (চৈত্র-সংগ্রান্তি) এখানে চড়ক-গাজন ও বিশাল মেলা হয়।

মন্দিরটি উনিশ শতকের শেষে 'গিরি'-সম্প্রদায়ভুক্ত মোহান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দালানের থামে ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলী ('গথিক') পরিস্ফুটিত। দাসপুরের লাওদা গ্রামটি একারণে খুবই উল্লেখযোগ্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

‘ছৌ’ নৃত্য—নামের উৎস সন্ধানে

রাজকুমার জাজোদিয়া

যুদ্ধ ছাউনিতে সেনাবাহিনীর অবকাশ যাপনের শিল্পসৃষ্টি ‘ছৌ’। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের নাম জগৎজোড়া। বীরত্বব্যঞ্জক

‘ছৌ’ নৃত্যের একটি দৃশ্য।

বীর চিলারায়

ছৌ-নাচের প্রধান অনুসঙ্গ মুখোশ। ছৌ-নাচের আসরে মহিলা-শিল্পীর ঠাঁই নেই। কিন্তু ছৌ-এর মুখোশের গ্রাম চড়িদায় ঘরে ঘরে মুখোশ তৈরি করেন মেয়েরা। ...এই নাচের মতো বীররস ভূ-ভারতে আর কোনও নাচে আছে কিনা সন্দেহ। ছৌ নাচ সাধারণত চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে শিবমণ্ডপে মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গ, বিহার কিংবা ওড়িশা— ছৌ নাচের উৎপত্তি কোথায়— এ নিয়ে প্রচণ্ড বাদানুবাদ এখনও রয়েই গেছে। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে ছৌ নাচের উৎপত্তি— একথা প্রায় এখন সর্বজনবিদিত। অন্যান্য শিল্পের মতো ছো শিল্পেও এখন আসছে পরিবর্তন। বীরত্বের ব্যঞ্জনার পরিবর্তে আসছে ফিল্মি দুনিয়ার সুর। এ শিল্পের যথাযথ সংরক্ষণ ও বিকাশে সরকারকে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। (উৎস : পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা, জুন ২০০৭)

(২)

ছৌ বীরধর্মী লোকনৃত্য। ‘ছউ’ ‘ছো’ বা ‘ছৌ’ শব্দটি আসিয়াছে ‘উৎসব’ হইতে : ‘উৎসব > উচ্ছব > উচ্ছউ > চ্ছউ > ছৌ’। আবার অনেকের মতে ‘ছুপই’ (লুকানো) কথা হইতে ‘ছউ’ শব্দের উৎপত্তি। ছৌ নাচ বাদ্য নির্ভর। ঢাক-ঢোলের বোল ও ছন্দ নাচ চলে। (উৎস : ভারতকোষ)

(৩)

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামতাপুরে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কোচ দলপতি হাড়িয়া মণ্ডলের পুত্র মহারাজ বিশ্বসিংহ। মহারাজ বিশ্বসিংহের তৃতীয় পুত্র মাঘ মাসের শুক্ল পূর্ণিমাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর গাত্রবর্ণও ছিল খুব ফরসা, তাই তিনি শুক্লধ্বজ নামে পরিচিত। তাঁর ডাক নাম ছিল চিলা রায়। এখন শুক্লধ্বজের নাম চিলা রায় হলো কেন— সে বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত মত আছে। চিল ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ শিকার করে থাকে। সেনাপতিরূপে শত্রুপক্ষের সৈন্যশিবিরে আচমকা প্রবেশ করে নির্দিষ্ট শত্রুকে হত্যা করতেন। চিলের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের এই সাজুয্য থেকেই তিনি বীর চিলা রায় নামে পরিচিত হন। (উৎস : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৯)

উপসংহার

উপরোক্ত তিনটি পরিচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ছৌ নৃত্য বিনোদনমূলক হলেও যুদ্ধ প্রশিক্ষণসূচক। চিলপাখি যে কৌশলে শিকার করে। ছৌ নৃত্যে ঠিক সেই কৌশলে বীর শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করে। চিলের শিকার কৌশলকে সাধারণ ভাষায় ‘ছোঁ’ বলা হয়। এই ‘ছোঁ’ ধ্বনির বিবর্তিত রূপ ‘ছো’ বা ‘ছৌ’। পরিশেষে বলা যায়— ছৌ নৃত্যে লুকিয়ে আছে চিলের ছোঁ কৌশল।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বেড়ানোর জন্যে ছোটোদের উৎসাহ দেয় হোতু

ছোটোদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে হোতু। তবে নিজে কখনও যায় না। যাওয়ার ফুরসত মেলে না। সবসময় কাজ। তার ছুটি নেই। এক কাজ থেকে অন্যকাজ। তাতেই তার বিশ্রাম। হোতু পড়ে বেড়ানোর নানারকম বই। তার ঘরে একটা বড় মাপের পৃথিবীর মানচিত্র রয়েছে। কোন দেশের কোথায় অবস্থান তা তো স্কুলে ভূগোলের বইতে পড়েছে। তখন হয়তো খুব একটা মন দিয়ে পড়েনি। এখন ম্যাপ দেখে মন দিয়ে। তাছাড়া একটা বড় বেশ মজবুত গ্লোব আছে। অনেক বয়স। হোতুর বাবা যখন ছোটো ছিল তখন দাদু উপহার দেয়। একটা কাঁচের বাকসে আছে।

হোতুর আলমারিতে বেড়ানোর বেশ কিছু বই, ছবি, ম্যাপ রয়েছে। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের বেড়াবার জায়গাগুলো সম্পর্কে লেখা কাগজপত্র যত্নে আছে। হোতু নিজে পড়ে আনন্দ পায়। অন্যদের পড়তে দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী সে বরাবরই। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনে অনেক বেড়িয়েছেন। সেসব কথা ধরা আছে লেখায়। পড়ে আনন্দ পায়। কত দেশ ঘুরেছেন। সেসব দেশে ঘোরার ছবি আছে, তবে কম। এখনকার দিনে হলে ছবির পরিমাণ বেশি হোত। শব্দে আঁকা ছবি তো অসংখ্য। যখন জমিদারি দেখার জন্যে পূর্ব বাংলায় ছিলেন, তখন দুচোখ ভরে দেখেছেন

পৃথিবী, সেই একই পৃথিবী। কত দেশের নাম পাল্টেছে। সীমানা পাল্টে গেছে। নাম বদলেছে। হোতু ওটাকে বাতিল করতে রাজি নয়। পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে বলেই। হোতু বলে 'আমার যেটুকু প্রয়োজন তা থেকে বেশি নিতে চাই না।' সে ছোটোদের বলে, 'অনেক কিছু দেখতে হবে। শুনতে হবে। বুঝতে হবে। বেরিয়ে পড়ো। কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে কি কি চাই? জেনে রাখতে হবে সেই জায়গাটার কিছুটা ইতিহাস। কোন জায়গায় কীভাবে যাবে, কোথায় থাকবে, কি কি দেখার আছে সব জেনে রাখা চাই। অজানাকে জানা ওইভাবে। তৈরি না হয়ে গেলে একটু অসুবিধে হতে পারে। যারা হরদম বেড়ায় তাদের ঝুলিতে অনেক তথ্য থাকে। বেড়ানোর বৃত্তান্ত লিখে রাখে। তোলা ছবি নিয়ম মেনে সাজায়। যারা বছরে দু-একবার বেড়াতে যায় তাদের উৎসাহ অনেক বেশি। তারা একটু তৈরি হয়ে নিলে বেড়ানোর মজা অনেক বাড়ে।'

বাংলার বিচিত্র রূপ। তা লিখে রেখেছেন। তার সঙ্গে অন্য লেখার কাজ থেকেছে। ওই মানুষটাই জাহাজে চড়ে বিদেশ গেছেন একবার দুবার নয়, বারবার। জাহাজে চড়ে যাওয়া-আসা। দিনের পর দিন জাহাজে থেকে লেখা তৈরি হয়েছে একটার পর একটা। ট্রেনে চড়ে বেড়িয়েছেন দেশের মধ্যে। বেড়ানোর মধ্যে আনন্দ পেতেন। আবার ভ্রমণ-কথা পড়তে ভালোবাসতেন। তাঁর একটা লেখায় রয়েছে, 'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে/বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/ দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,/ দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু/দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া।/ ঘর হতে শুধু দুই-পা ফেলিয়া/একটি ধানের শীষের উপরে/একটি শিশিরবিন্দু।' এমন কথা যিনি বলতে পারেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়। নিজে বেড়াতে গেছেন বহুবার। কখনও মনে হয়নি তাঁর এত কথা না লিখলেও তো চলত। আসলে তাঁর দায়িত্ব ছিল লেখার। কেউ তাঁকে বলেনি, 'লেখো।' তিনি নিজেকে শোনাবার জন্যে লিখে গেছেন। যা আমরা পড়ে আনন্দ পাচ্ছি। হোতু এটা মনে রেখে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সম্পর্কে বই কেনে। উপহার দেয় ছোটোদের।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বারবার দেশ-বিদেশে গেছেন। তাঁর দুই প্রিয় ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথকে বলেছেন, 'এসো, দেখবে এসো। কত কী রয়েছে।' তাঁরা যেতে চাননি। বেড়ানোর কথা শুনেছেন, পড়েছেন। কল্পনায় ছবি এঁকে মানস-ভ্রমণ করেছেন। হোতু অনেক ভ্রমণ কথা পড়ে। ম্যাপ দেখে। আনন্দ পায়। কাউকে বলে না, 'বেড়ানো মানে পয়সা খরচ, সময় নষ্ট।' বরং বলে, 'ঘুরে এসো, দেখে এসো।' হোতু মাঝে মাঝেই ভাবে, কাছেপিঠে কত চমৎকার জায়গা রয়েছে। ছবির পর ছবি সাজানো। তাছাড়া বছরে দুতিনবার শান্তিনিকেতনে যায়। রবীন্দ্রনাথের সব থেকে প্রিয় জায়গা। হোতুর মনে হয়, প্রত্যেকের একবার অন্তত শান্তিনিকেতনে ঘুরে আসা দরকার। হোতু বেড়াবার সময় কোতু, চিকলি, শিটু কাউকে নেয় না। অর্জুনকে শুধু বলে, 'ওইদিন সকালে বোলপুর যাবো। তোমার সময় হবে?' অর্জুন সবসময়েই রাজি। তার ব্যাগে ক্যামেরা তো থাকবেই। একবার সে যেতে পারেনি মায়ের শরীর খুব খারাপ হওয়ায়। হোতুও যায়নি। বলেছিল, 'মায়ের দেখাশোনা আগে। বেড়ানোর আরও সময় আছে।'

হোতু ওই সময় মন দিয়ে পড়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'। অর্জুনকেও উপহার দিয়েছিল এক কপি নতুন বই।

কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

বছরের শুরুতে বই কেনা

বৈশাখের শুরুতে বই পাওয়ার ব্যাপারটা থাকে বলে টুবলাই বাবাকে মনে করিয়ে দেয় আগেরদিন। বাবার সঙ্গে যায় দুপুরের পর। কিছু বইয়ের নাম একটা ছোট নোট প্যাডে লিখে রাখে। কেনার সুবিধের জন্যে কয়েকটা জিনিস লিখে রাখতে বলতেন স্কুলের অজয়-স্যার। বইয়ের নাম, লেখকের নাম, দাম, বিষয়, প্রকাশক। এছাড়া জেনে রাখতে হয় বইটা কবে প্রকাশিত। টুবলাই ওইভাবেই তালিকা তৈরি করে। এবারে ঠিক করেছিল পাঁচশো টাকার বই কিনবে। ওটা তার জমানো টাকা। বছরে দুবার খুশিমতো বই কেনার জন্যে সঞ্চয়। একবার বইমেলার সময়, আরেকবার বৈশাখের শুরুতে বই কেনে। এছাড়া বই কেনার জন্যে টাকা দেয় দাদাই, মা, পিসি, পিসেমশাই। শুধু বই কেনার জন্যে নয়, খাওয়ার জন্যে টাকা দেয়। একটু একটু করে জমে যায় অনেকটা। টুবলাই তো শুধু নিজের জন্যে বই কেনে না। বোন দাদাই মা পিসির জন্যেও কিনবে। বাবা নিজের জন্যে বেছে কেনে। টুবলাই-এর বই কেনার সময় টাকা কম পড়লে বাবা তো রয়েছেই। বৈশাখের প্রথমদিনে প্রায় সব দোকানেই হইচই। বেশ সাজানো চারদিক। যারা বই কেনে আর যারা বই বিক্রি করে তাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক। বই কেনার সঙ্গে ভালো মিষ্টির প্যাকেট, আইসক্রিম, এবং আরও কিছু দেন প্রকাশকরা। বইকে ঘিরে এমন উৎসবকে বড় ভালো লাগে টুবলাই-এর। বই আর মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বাড়িতে গিয়ে টেবিলে রাখে। তার আগে মা আর বোনের জন্যে দুটো আইসক্রিম কিনে নিতে বলে বাবাকে। দাদাই আইসক্রিম খায় না। বইগুলো প্রথমে দেখে বোন আর দাদাই।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ‘সংগীত রত্নাকর’ বইটির লেখক কে?

২. তানসেন-এর পূর্ব নাম কি ছিল?

৩. বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের জন্ম মৃত্যু কবে?

৪. বাদ্যযন্ত্র ক’ ধরনের? কীভাবে বাজে?

৫. বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত কি বাজান?

উত্তর: ১. শার্ঙ্গদেব। ২. রামতনু। ৩. ১৮৬০-১৯৩৬। ৪. ঘন বাদ্যযন্ত্র। হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে বাজে। ৫. বেহালা।

ছবিতে তফাত খোঁজ

উলটো পালটা

বাজারে পাকা আম আসতে শুরু করেছে। বিতানের বাবা মাঝে মাঝেই আম আনে। আঁটি খেতে ভালোবাসে বিতান। গোটা আম কিছুতেই খাবে না। গরমের দিনে কাঁচা আমের টক খুব পছন্দ। স্কুলের সামনে এসময় কাঁচামিঠে আম বিক্রি করে হজমিওয়ালাকাকু রামরেখা। স্কুলের অঙ্ক স্যার অধীরবাবু পড়ানোর সময় প্রশ্ন করলেন, ‘তিনটে পাকা আম আছে। আর ছেলে রয়েছে পাঁচজন। কীভাবে ভাগ হবে?’

বিতান বলল, ‘এটা কঠিন প্রশ্ন স্যার।’

অধীরবাবু বললেন, ‘কেন?’

বিতান বলল, ‘আমরা তো কেউ বঁটি বা ছুরি আনিনি।’

২.

পয়লা বৈশাখ দোকানে দোকানে ঘুরে মিষ্টির প্যাকেট আর ক্যালেন্ডার সংগ্রহ করে কুন্তল মিত্র। দুটো বড় ব্যাগ ভর্তি হয়ে যায়। অত মিষ্টি কি হবে? পাড়ার লোক, আত্মীয়স্বজনকে দেয় শুভেচ্ছা জানিয়ে। নিজের বাড়িতেও থাকে। ব্যাগ নিয়ে বাসে ওঠার পর একটা পছন্দসই সিট

পেল। কন্ডাকটার টিকিট চাইতে আসতেই একটা বড়সড় মিষ্টির প্যাকেট এগিয়ে দিল। কন্ডাকটার একটু ভ্যাবাচ্যাকা। পয়সা দিলে টিকিট দেবো— এই তো নিয়ম। কুন্তল মিত্র হেসে বলল, ‘আজ পয়লা বৈশাখ। একটা মিষ্টির প্যাকেট নিন। গাড়ি ভাড়া তারপর আমি দিচ্ছি।’ এরকম অভিজ্ঞতা কন্ডাকটারের আগে হয়নি।

রামগরুড় সংকলিত

শিশু অপরাধী হওয়ার মূলে প্রধানত দায়ী কে?

অরুণা মুখোপাধ্যায়

"জগৎ পারাবারের তীরে—
শিশুর মহামেলা"— ইত্যাদি শিশুদের উদ্দেশ্যে রঙীন সুস্বপ্নের জাল বুনে কবির রচনা প্রতি মুহূর্তেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়। আগামী দিনের প্রজন্ম শিশুদের মধ্যে সত্য, সুন্দরের প্রকাশ ঘটে তার পরিপার্শ্বস্থ পরিবেশের মধ্যে ও পিতা-মাতার অনাবিল স্নেহের স্পর্শে। অতীতে বিশিষ্ট মনীষীদের বিরাটত্বের মূলে ছিল মাতৃ-পিতৃপ্রেম। দেশের তাবড় তাবড় জননায়ক, সমাজসেবী মানুষদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বরেণ্য মানুষ তাঁদের পিতা-মাতার আদর্শে মানুষ হয়ে তাঁদের চলার পথটিকে সুগম করেছিলেন। তাঁরা প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা পেয়েছেন, বিরাট অর্থবান হওয়ার পথে অসত্যের পথে হাঁটতে তাঁদের শিক্ষা দেওয়া হোত না— তাঁরা পিতা-মাতার কাছে শিক্ষা পেতেন মাথা উঁচু করে সত্যের আলোকে হাঁটাচলা করতে, যাদের দেখলে অন্যান্যরা সম্মান প্রদর্শন করে মাথা নিচু করেন। কিন্তু এখন সে রামও নেই, রাজত্বও নেই। অধুনা নারী প্রগতির যুগসম্পন্না বহু নারীই ভোগ লালসা চরিতার্থ করার বাসনায় সন্তানের জন্মদানের অব্যবহিত পরেই সেই অবাঞ্ছিত শিশুকে পরিত্যাগ করছেন, সন্তানকে মানুষ করার স্বপ্ন চিরদিনের মতো বিলীন করে দিয়ে। লক্ষ্য হলো, অর্থলোভী মায়ের সন্তান বিসর্জনের অজুহাতে স্বামীর কাছ থেকে মিথ্যার আশ্রয়ে মোটা অঙ্কের ভরণপোষণ আদায়। দীর্ঘ ৫০ বছরের আইনজীবনের অভিজ্ঞতায় এক শিশুঅপরাধীকে তার মায়ের গয়নার বাক্স নিয়ে চুরি করার ঘটনায় তাকে প্রশ্ন করেছিলাম— এই অন্যায় কাজ করলে কেন? মায়ের কথা কি মনে হয়নি? শিশু অপরাধী ব্যথিত স্বরে বলেছিল— "মায়ের জন্য কি ভাববো? মায়ের দেখাই পেতাম না। মা বেশির ভাগ সময়েই পার্টির মিটিং, জনসেবার কাজে ব্যস্ত থাকেন। চুরি কাকে বলে এবং তা অপরাধমূলক আমি জানবো কি করে? স্কুল থেকে চক, লালপেন্সিল ইত্যাদি বহু জিনিস পকেটে করে নিয়ে এসে মাকে দেখাতাম। মা ওগুলো দেখে হেসে খুব মজা করতেন। মা যদি একবার আমাকে বকাঝকা করতেন, তাহলে তো আমি ওই অন্যায় কাজ করতাম না।" সেদিন মনে আঘাত পেয়েছিলাম। ভুলে গিয়েছিলাম আমি একজন আইনজীবী, নিজেকে মাতৃজাতি মনে করে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়েছিল। ভেবেছিলাম বাইরের জগতে স্থান করে নিতে গিয়ে যদি ঘরের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে হয়, তবে সেটিও মাতৃজাতির পক্ষে শুধুমাত্র অন্যায় নয়, অনৈতিক ও হৃদয়বিদারক। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের মানুষ আমরা, সেই নারীজাতি গৌরীমা, সারদামা প্রমুখ জগন্মাতা সাধিকারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই দেশে আজও জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা কেলি করে চলেছে, কিন্তু তাদের মনের মণিকোঠায় মাতৃস্নেহ কি পৌঁছেছে? নারী প্রগতির যুগে এটাই বিশেষ প্রশ্ন।

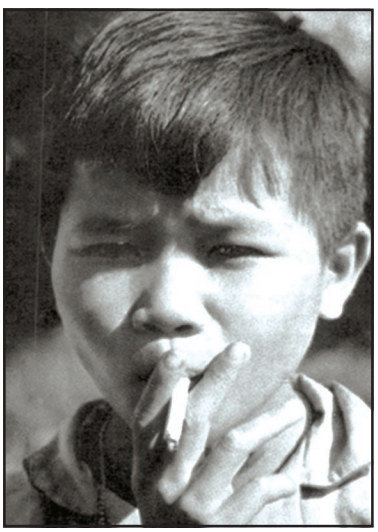

আজকের দিনে পরিবারে সন্তান সংখ্যায় খুবই কম, তবুও কোথায় যেন সেই সন্তান যথাযথভাবে জগতে মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না। শুধু পড়াশোনায় 'জুয়েল' হলে তো হয় না, আসল নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। সেই নৈতিকতার অভাব দেখা দিচ্ছে সন্তান পালনে। ফলে, সন্তান বড় হয়ে উঠছে ঠিকই, কিন্তু 'সুসন্তান'-এর সংখ্যা বিরল। যার ফলে, অপরাধী ও অপরাধের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সেই দিকে আমাদের নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

অতিথি কলম

সুধীন্দ্র কুলকার্নী

এক বিশ্বগুরু

কেরলে সম্প্রতি এক অবিশ্বাস্য ঘটনাই ঘটে গেল বটে। আর এস এসের সর্বজন শ্রদ্ধেয় তাত্ত্বিক নেতা শ্রী পি পরমেশ্বরণ সম্পাদিত 'স্বামী বিবেকানন্দ ও প্রবুদ্ধ কেরল' বইটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়েছিলেন সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস দলের প্রথম সারির নেতারা। উল্লেখ্য, শ্রী পরমেশ্বরণের সঙ্গে মঞ্চেও ছিলেন রাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা কে সি জোসেফ (উনি বললেন, বর্তমান কেরলের দিনকে দিন সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠার প্রেক্ষিতে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে অনুভূত হচ্ছে)। এদিকে কেরলে সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন (বললেন, স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন ভারতের প্রথম সমাজবাদী)। এঁদের সঙ্গী বিজেপি-র শ্রী ও রাজাগোপাল।

এখন সব থেকে বেশি যে রূপালী রেখা এদিন দেখা গেল তা একে অপরের সঙ্গে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার অভ্যাস-আক্রান্ত পরস্পর বিরোধী আদর্শের রাজনৈতিক দলগুলির কোনও একটি বিষয়ে বিরল ঐকমত্য প্রদর্শন। এ ঘটনায় আশা করতে ভাল লাগছে, আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশ থেকে মানসিক স্থৈর্য ও শিষ্টাচার এখনও পুরোপুরি বিনষ্ট হয়নি। আজ আমরা ভুলতে বসেছি যে আমাদের দেশের সংস্কৃতিই হলো পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই বিরোধ মীমাংসা। অবশ্যই বৌদ্ধিকভাবে চরম বিকারগ্রস্ত বা কোনও মানসিক গোঁড়ামীতে আক্রান্ত কোনও মানুষই একমাত্র বলতে পারে স্বামীজী বিশেষ কোনও একটি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন। ১৫০ বছরে পুণ্য পদার্পিত স্বামীজী চিন্তায় কর্মে ছিলেন আধুনিক ভারতের সেই কতিপয় মহীরুহসম ব্যক্তিদের অন্যতম যাঁর আবেদন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আদর্শগত ব্যবধান অতিক্রম করে আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপী বহুধা বিস্তৃত। তাঁর দর্শনের ব্যাপ্তি, গভীরতা এবং মুহূর্তে মানুষকে একাত্ম করে নেওয়ার যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ তা এই বৈচিত্রময় ভারতবর্ষ শুধু নয় সমগ্র মানব জাতি বিপুল বৈচিত্র সত্ত্বেও স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

যে সমস্ত স্বল্পবুদ্ধি পণ্ডিতবাহিনী তাঁদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানগম্যির পরিধির ও মতলবের আওতায় তাঁকে আবদ্ধ করতে চেয়েছে স্বামীজীর দর্শন তাদের সকলকেই ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্যই তিনি হিন্দু দর্শনের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাতে কিই বা মহাভারত অশুদ্ধ হলো? কেউ যদি হিন্দু, মুসলিম বা খৃস্টান দর্শন ও মতবাদের পুনরুত্থানবাদী অর্থে সেই ধর্মমতগুলির শুভচিন্তা সদ্‌ভাবনা, সুদিকগুলিকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করতে চান তাতে দোষের কি হলো। এই পরিসরে প্রশ্ন উঠে আসে তিনি কি কেবলমাত্র হিন্দু ধর্মই থাকবে বা এগুলিই সবার ওপরে লাঠি ঘোরাবে এরকম কোনও আধিপত্যবাদী ধ্যান ধারণা প্রচার করেছিলেন। তাঁর সমগ্র ভারত গঠনের ধারণা কি কেবলমাত্র হিন্দুদের ঘিরেই আবর্তিত হয়েছিল। সঠিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতার (সর্বধর্ম সমভাব) দর্শন তাই প্রচার করে গেছেন স্বামীজী। তিনি এক আত্মায় ধারণ করেছিলেন বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদের দর্শনের নির্যাস। সেই সম্মিলিত বার্তাই বিতরণ করেছিলেন নিজের অন্তরের গভীরের উপলব্ধির আধারে। এ প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির রক্ষাকবচ তৈরি করার রসায়ন হিসেবে তিনি নিদান দিয়েছিলেন, "আমাদের নিজস্ব মাতৃভূমি যা কিনা হিন্দু, মুসলিম উভয়েরই সঙ্গমস্থল। দুটি পদ্ধতির এই মিলনকেন্দ্রই আমাদের ভরসাস্থল। আমি

আমার দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এই দ্বিধা দ্বন্দ্বে দীর্ণ সমস্যাসঙ্কুল ভারতের মধ্যে থেকেই উঠে আসবে ভবিষ্যতের নিখুঁত ভারত। সেই ভারত হবে গৌরবময় ও অপ্রতিরোধ্য, কেননা তার থাকবে বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামিক দেহসৌষ্ঠব।"

এই প্রেক্ষাপট বিস্মৃত হয়ে এখনও এক শ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দু গোষ্ঠী তাদের শ্রেষ্ঠত্ববাদে আস্থাবান। আর তাঁদেরই কাছে বিবেকানন্দের উপরিউক্ত বাণীটি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে। অপরদিকে হিন্দু বিদ্বেষীদের

যে সমস্ত স্বল্পবুদ্ধি পণ্ডিতবাহিনী তাঁদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানগম্যির পরিধির ও মতলবের আওতায় তাঁকে আবদ্ধ করতে চেয়েছে স্বামীজীর দর্শন তাদের সকলকেই ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্যই তিনি হিন্দু দর্শনের পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাতে কিই বা মহাভারত অশুদ্ধ হলো?

একটা বড় অংশ বিদেশী শক্তির মদতে হিন্দুত্বকে (জাত-পাতের রাজনীতিকে মান্যতা দিয়ে) উৎপীড়ন বজায় রাখার একটি মতবাদ হিসেবে ঘৃণ্য প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে অস্পৃশ্যতা ও জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র বৈপ্লবিক আন্দোলন চালিয়েছিলেন তারই দীর্ঘকালীন ফলশ্রুতি। তিনি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের জাতপাত, জল অচলের ভিত। কিন্তু এই কু-দিকগুলি তুলে ধরার পাশে পাশেই তিনি হিন্দুধর্মের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্ব মানবিকতার মতো পৃথিবী সমাদৃত বৈশিষ্ট্যগুলিও গর্বভরে তুলে ধরেছিলেন। শিক্ষাগর্বে গর্বিত পাশ্চাত্যবাসীর কাছে উদঘাটিত করেছিলেন যুগ-যুগান্ত আগে প্রদীপ্ত প্রাচ্যের বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য জ্ঞান ভাণ্ডারগুলির নির্যাস। স্বামীজী হিন্দু ধর্মের আরও দুটি অসৎ রীতির সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তীব্র ভাষায় সমাজের গরীবদের ওপর ধনী শ্রেণীর বিতৃষ্ণার ও মেয়েদের প্রতি অবিচারের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "There is no hope for the rise of that family or nation where there is no estimation of women or where they live in sedness."

একজন সর্বত্যাগী তপস্বী হিসেবে বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদ এক গৈরিক পরিমণ্ডলের আবহ তৈরি করেছিল। এই রঙটি অবশ্যই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতীক। আশ্চর্যের কথা, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অধ্যাত্মবাদীর সংখ্যা খুবই কম যারা তাঁর মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধুনিক আবিষ্কারগুলিকে কাজে লাগাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। উল্লেখ্য, তিনি জামসেদজী টাটার প্রথম ভারতীয় ইস্পাত উৎপাদন কারখানার প্রকল্প শুনে গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন। তিনি টাটাদের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স (ব্যাঙ্গালোর) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। বহু বিজ্ঞানীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রেরণা যাদের অন্যতম ছিলেন Nicola Tesla, পৃথিবীতে বহু বিচিত্র আবিষ্কারের যিনি ছিলেন পুরোধা। সবসময় চিরাচরিত রাস্তায় চলা স্বামীজীর ধাতে ছিল না। শোনা যায় তিনি এক তরুণকে বলছেন, "you will be nearer to God playing football then studying Bhagwat Gita." অর্থাৎ সুস্থ শরীরে ভগবান লাভ করা যায়।

মাত্র ৩৯ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে (১৮৬৩-১৯০২) এই তরুণ যোদ্ধা জাতীয়গর্ব ও পুনর্জাগরণের যে প্রদীপটিকে দেদীপ্যমান করে দিয়েছিলেন তা আজও দেশবাসীকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করে। অথচ একই জীবনে তিনি ছিলেন যতটাই জাতীয়তাবাদী ততটাই আন্তর্জাতিকতাবাদী। এই গুণটি বিশ্বের কি প্রাচীন কি আধুনিক শুধুমাত্র মানবিকতাবাদী মাধ্যমের মধ্যেই বিদ্যমান।

হায়! এমন একজন মহামানবের সার্ধশতবর্ষের বছরটিকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে চলতি ইউপিএ সরকার তাঁর যোগ্য কিছুই করল না। সরকারি তরফে তাই দ্বিধা তাড়িত মনে সারা বিশ্বের আদর্শবাদী যুবক যুবতীদের কাছে এমন একজন যুগন্ধর আধ্যাত্মিক বিপ্লবীর জীবনকথা তুলে ধরতে হাত গুটিয়ে রইল। এরই মধ্যে ছোট হলেও লক্ষ্যণীয়ভাবে কেরল দেশকে দেখিয়ে দিল স্বামীজীর নামে আজও বিচিত্র রাজনৈতিক মতবাদের লোকজনকেও এক পঙতিতে এনে ফেলা যায়— উদ্বুদ্ধ করা যায়। আজকের যে বিপদসঙ্কুল সময়ে সারা ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী সেই কথা মনে রেখে কেন্দ্র ও সমস্ত রাজ্য সরকারগুলির বিবেকানন্দ স্মরণে দেশের সর্বত্র আরও বেশি এই ধরনের অনুষ্ঠান করাটা জরুরি নয় কি? এ প্রসঙ্গে উঠে আসে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় দূতাবাস ও কূটনৈতিক সংযোগকারীদের প্রসঙ্গ। তারা স্বামীজীর বাণী প্রচারের কি ভূমিকা নিলেন। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বা প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ওবামার আমেরিকায় এক বিপুলায়তন মঞ্চে সেদেশের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে এমন একজন বিশ্বজনীন গুরুর জন্ম সার্ধশতবর্ষকে চিরস্মরণীয় করে রাখার কথা কি ভাবতে পারেন না? শতবর্ষ অধিক ১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন যিনি কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন সেই আমেরিকা মহাদেশেই তো হতে পারে এই বিশ্বজনীনতার প্রবর্তক মহাপুরুষের যোগ্য যৌথ স্মরণ উৎসব।

রাজনৈতিক নেতাদের বদান্যতায় অনুপ্রবেশকারীদের হাতে রেশনকার্ড

তরুণ কুমার পণ্ডিত।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য রেশন কার্ডের প্রয়োজন হয়। রাজনৈতিক দলগুলির মদতে মালদা জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘদিন থেকে অনুপ্রবেশকারীরা সিপিএম ও কংগ্রেসের সাহায্য পেয়ে এসেছে। ইদানিং তৃণমূল কংগ্রেসও একই কায়দায় পঞ্চায়েত ভোটের আগে রেশন কার্ড পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। অনেকবার মালদা জেলায় সমীক্ষাতে উঠে এসেছে যে জনসংখ্যার চাইতে রেশন কার্ডের সংখ্যা বেশি। মালদা জেলার সুজাপুর, কালিয়াচক, পুরাতন মালদা সহ বিভিন্ন থানাতে জনসংখ্যার চাইতে বেশি রেশন কার্ড —এই চিত্র উঠে এসেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অবৈধভাবে কংগ্রেস ও তৃণমূল নেতারা দলীয় কর্মীদের বাগে আনতে হাতে গোছা গোছা রেশন কার্ড তুলে দিচ্ছে। এমনকি রেশন কার্ডের বিনিময়ে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোট দিতে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে গত ১১ এপ্রিল গাজোল ব্লক খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি।

(ফাইল চিত্র)

বিক্ষোভের জেরে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বিলি হওয়া রেশন কার্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে আশ্বাস দিয়েছেন। তাছাড়া আগামীদিনে এই প্রকার ভুল আর হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা নেতা ক্ষুদিরাম আর্য, সুভাষ রায়, চঞ্চল প্রসাদ চক্রবর্তী প্রমুখ। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ সম্প্রতি এই দপ্তর থেকে তিনশো রেশন কার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস নেতাদের হাতে। কংগ্রেস ব্লক সভাপতি তামিজুদ্দিন আহাম্মদ তার দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, কংগ্রেস এই ধরনের কাজ সমর্থন করে না।

প্রশ্ন উঠেছে, একসঙ্গে এতগুলি রেশন কার্ড নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া কী আধিকারিকদের উচিত হয়েছে? খাদ্য সরবরাহ দপ্তর প্রায় ৩০০ রেশন কার্ড অবৈধভাবে রাজনৈতিক দলগুলিকে তুলে দেওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলাতে। একইভাবে ভোটার লিস্টে নাম লেখিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা এদেশের নাগরিক হয়ে গেছে। আগামীতে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা না নিলে এদেশের মূল নাগরিকরা আবশ্যিক দ্রব্য থেকে বঞ্চিত হবে এবং আসামের মতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি এখানেও তৈরি হবে।

আপনার স্বপ্নগুলো যা-ই হোক ধাপে ধাপে তাকে বাস্তবায়িত করুন

MUTUAL FUND-এ SIP শুরু করুন।

প্রতি মাসে মাত্র 500 টাকা করেও শুরু করা যায়।

DRS INVESTMENT

Debashis & Subhasis Dirghangi
Mutual Fund/Insurance/ Fixed Deposit/
Pan Service/Mediclaim

facebook|http://facebook.com/
debashislicmdrt

Mobile No. 9830372090/9433359382/81

মহান ব্যক্তিরা নীরবেই চলে যান

নারদ

অতীতের মতো সন্ত্রাসবাদ আবার ফিরে এলো। আর কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার সন্ত্রাসবাদ রুখতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ডেকান হেরাল্ড তার ২৮ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে বেশ চড়া সুরে লিখেছে--- ‘‘২১ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে যে বিস্ফোরণ হলো তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সন্ত্রাস দমনে সরকারি দাবি যে তারা সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই নয়।’’ পত্রিকাটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধের দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। বিস্ফোরণের ঠিক পরেই মন্ত্রীমহোদয় বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, সরকার নাকি আগেভাগেই রাজ্য সরকারকে জানিয়েছিল এমন এক আক্রমণ ঘটতে পারে, কিন্তু তারপরেই বিস্ফোরণের এই ঘটনা জানালো মন্ত্রীর এই সতর্কবার্তার কোনও ভিত্তি নেই। পত্রিকাটির আরও সওয়াল যে, যদি সরকার আগেভাগেই এ কথা জানত তবে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে কেন দেশে যত সন্ত্রাসবাদী সংস্থা তৎপর রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করল না? এমনকি, প্রধানমন্ত্রীর শপথ, এই কাজের সঙ্গে লিপ্ত কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে যে খবর বেরিয়েছে তাকে পত্রিকাটি ফাঁকা আওয়াজ বলেই মনে করে। আর তাই কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কোনও ভাবেই তাদের দায় এড়াতে পারে না।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ২৩ ফেব্রুয়ারি ইস্যুতে লিখেছে--- সন্ত্রাস দমনে কোনও ভাবেই রাজনীতিকে ঢুকতে দেওয়া যায় না। কেন্দ্রের স্বীকৃতি যে, তারা আগে থেকে বিষয়টা জানত এবং আগে থেকেই সেই বিষয়ে তৎপর না হওয়ায় প্রশ্ন উঠছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলির ভূমিকা নিয়েও। এমনটাই বলেছে পত্রিকাটি। তাদের মতে ‘‘সিন্ধেজীর দাবি যে, কেন্দ্রীয় সরকার

পি কে রবীন্দ্রনাথ

> “পি কে রবীন্দ্রনাথ কখনওই কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। তাঁর কাছে কর্মই ছিল উপাস্য। ভাগ্যকে ডোন্ট কেয়ার করে অদম্য উৎসাহে কাজ করে গেছেন। তাই তাঁরা ফলের আশায় না থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নিরলস কাজ করেছেন।”

আগে থেকেই বিষয়টা রাজ্যকে জানিয়েছে, কেবল এই বিবৃতি দিয়েই সিন্ধেজী তাঁর দায় এড়াতে পারেন না।’’ ‘‘মন্ত্রী মশাইয়ের কাজ কেবল তথ্য আদান-প্রদান নয়, বরং তাঁর বা তাঁর দপ্তরের দেখা উচিত কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে’’ —পত্রিকাটির আরও মন্তব্য।

একইভাবে টাইমস অব ইন্ডিয়া তাদের ২৩ ফেব্রুয়ারির ইস্যুতে সরকারের কাজকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে লিখেছে--- ‘‘এখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক হও। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে রাজনীতির রং মেশালেই তাতে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হবে।’’ পত্রিকাটি লক্ষ্য করেছে সন্ত্রাস দমনের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে কেন্দ্র, রাজ্যসরকার ও গোয়েন্দা দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মারাত্মক অভাব। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পত্রিকাটির আবেদন, রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে সন্ত্রাসদমনের লক্ষ্যে তা দূরে সরিয়ে একাত্মভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং সন্ত্রাসবাদীদের ছককে ধ্বংস করতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসতে আবেদন জানিয়েছে। পত্রিকাটির সুপারিশ আমেরিকার কায়দায় সন্ত্রাস-বিরোধী কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা হোক।

একইভাবে ধিক্কার জানিয়েছে দ্য হিন্দু পত্রিকা (২৩ ফেব্রুয়ারি)। পত্রিকাটি লিখেছে— ‘‘ভারতে যে ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং আরও নিন্দনীয় রক্ত ঝরার পর তা নিয়ে অযথা রাজনৈতিক তৎপরতা।’’ পত্রিকাটির মতে, ‘‘অভাব রয়েছে যোগ্য নেতৃত্বের আর সন্ত্রাসের ট্রাজিডি নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক।’’ পত্রিকাটি অবাক যে, এত কিছু ঘটে যাবার পরেও যেসব সংস্থা বা স্থান থেকে হামলা ঘটতে পারে সেইসব সংস্থা বা স্থানে যথেষ্ট পুলিশি

ব্যবস্থা নেই। উদাহরণ হিসেবে তারা লক্ষ্য করেছে যে, গত অক্টোবরেই দিল্লী পুলিশ জানত যে, হায়দরাবাদের দিলখুশনগরে হামলা করতে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন সার্ভে করেছে।

পত্রিকাটি আরও বলেছে, হায়দরাবাদবাসীরা বারবার হিন্দু- মুসলিম ঐক্যে চিড় ধরাবার স্বার্থান্বেষীদের অপকৌশল বানচাল করেছে।" "...এই শহরে যে ধরনের প্ররোচনা কাজ করে তা ঠেকাতে যথেষ্ট পুলিশি ব্যবস্থা নেই এমন ভাবনা এখানকার শান্তিকামী নগরবাসীদের।"

আমাদের নজরে এসেছে যে, নাগপুর থেকে প্রকাশিত 'দ্য হিতওয়াদা' পত্রিকার সংবাদদাতাকে গলার নলি কেটে হত্যা করে সন্দেহভাজন নকশালরা। নেমিচাঁদ জৈন নামে ওই সাংবাদিকের অপরাধ ছিল তিনি সুক্মা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েছিলেন খবর সংগ্রহের উদ্দেশে এবং নকশালরা সেই সময়ে তাঁকে ধরে এবং হত্যা করে। তাঁর কটিবন্ধে এক চিরকূট পাওয়া গেছে যাতে হত্যাকারীরা তাঁকে পুলিশের চর বলে সন্দেহ করেছে। কিন্তু তাঁর পরিচিতরা এই অপবাদ খণ্ডন করেছে তীব্র ভাষায়। মিডিয়ায় এই সংবাদ পরিবেশিত হয়নি যা সত্যি সত্যি হৃদয়বিদারক। দুর্ভাগ্য হলো, আমাদের মিডিয়ার লোকজন অধিকমাত্রায় ব্যস্ত সমাজের কর্তাব্যক্তিরা কোথায় কোথায় পার্টিতে যাচ্ছে আর সেইসব পার্টিতে মনোরঞ্জনে ব্যস্ত অর্ধনগ্ন নারীদের ছবি ও সংবাদ ছাপতে। অথচ তাদেরই এক সহকর্মী বেঘোরে প্রাণ দিলেন সমাজকে শিক্ষিত করতে, অজানা তথ্য দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে, সেই বিষয়ে মিডিয়া একেবারেই চুপচাপ। আরেকটা উদাহরণ, এস আর রাও ৯৩ বছরে চলে গেলেন সেই সংবাদ কোনও মিডিয়ার আলোয় এলো না। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব শাখার প্রখ্যাত এই ব্যক্তিত্ব দুটি ঐতিহাসিক আবিষ্কারের কর্তা— এক, তিনিই মাটি খুঁড়ে মানুষকে জানান লোথালের হরপ্পান বন্দরের কথা। দুই, দ্বারকায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত শহর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন অতীতে দ্বারকা নামে এক শহরের অস্তিত্ব ছিল। যেমনটা তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি হাম্পি ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন এবং আইহোলকে দুনিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। একমাত্র হিন্দু পত্রিকায় ৫.১.২০১৩ সংখ্যায় এই তথ্য পরিবেশিত হয়। ওই পত্রিকায় রাওয়ের আরও কীর্তি তুলে ধরা হয়। যেমন বাদামিতে পুরাকালের বহু নিদর্শনের তথ্য সেখানকার জাদুঘরে সংরক্ষণের কথা, রাও পুরাতত্ত্বে নবদিগন্তের উন্মোচন করেন আইহোল, লাক্কুনডি এবং বাল্লিগাভিতে সমুদ্রগর্ভে অনুসন্ধান চালিয়ে। তাঁরই নির্দেশে সংগঠিত হয় বঙ্গোপসাগরে খনন কার্য। এইসব তথ্য প্রকাশ করেছে 'দ্য হিন্দু পত্রিকা'।

অতি সম্প্রতি আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক পি. কে. রবীন্দ্রনাথ নীরবে চলে গেলেন অথচ সংবাদদুনিয়ার পাদপ্রদীপের তলায় ঠাঁই পেল না তাঁর মৃত্যুর খবর। প্রখ্যাত এই ব্যক্তি 'ফ্রি প্রেস জার্নালে (১৯৫২-৫৫) কাজ করেছেন, কাজ করেছেন 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ায় (১৯৫৫- ১৯৭০), 'দ্য ন্যাশানাল হেরাল্ড' (১৯৭০-৭৬) এবং 'মাতৃভূমি' (১৯৭৭-'৮৬) পত্রিকায়। তাঁর কর্মময় জীবনের কিছুটা কেটেছে শরদ পাওয়ারের তথ্য উপদেষ্টা হিসেবেও মুম্বাইয়ের নেহরু সেন্টারের প্রকাশনার অধিকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন (১৯৯২-৯৬)। এক ডজন পুস্তক প্রণেতা এবং অনুবাদক রবীন্দ্রনাথ বম্বে সাংবাদিক সংগঠনের চেয়ারম্যান এবং ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট সংগঠনের সহ সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। তাঁর কর্মজীবনের শেষভাগ কেটেছে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম বিভাগে শিক্ষকতা করে।

বলা হয়, তাঁরই তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মিডিয়ার সব তাবড় তাবড় উজ্জ্বল নক্ষত্র। আরও সম্প্রতি তাঁকে 'কেরালা ইন মুম্বাই' অভিজাত এই মাসিক পত্রিকাটির কনসাল্টিং এডিটরের শিরোপা দেওয়া হয়। ভাবলে দুঃখ পেতে হয় যে, এহেন বিখ্যাত সাংবাদিক সবার অলক্ষ্যে চলে গেলেন, রইলেন না মিডিয়ার চর্চার মধ্যে। সাদা সত্য হলো যে, স্মৃতিচারণাও আজ মিডিয়ায় গরহাজির।

যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ মিডিয়ার চর্চায় আসে না, তখন কীভাবে মিডিয়া তারই এক একনিষ্ঠ প্রবক্তার প্রয়াণের চর্চা মিডিয়ার গোচরে আনবে? পি কে রবীন্দ্রনাথ কখনওই কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। তাঁর কাছে কর্মই ছিল উপাস্য। ভাগ্যকে ডোন্ট কেয়ার করে অদম্য উৎসাহে কাজ করে গেছেন। তাই তাঁরা ফলের আশায় না থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নিরলস কাজ করেছেন। ঈশ্বর তাঁদের আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

শিক্ষার অধিকার বিশবাঁও জলে

সুকেশ মণ্ডল

৬ থেকে ১৪ বছরের সমস্ত শিশু ও বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার অধিকার দান করে কর্মসূচী গ্রহণ করে আমাদের সরকার। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের দ্বিতীয়বৃহত্তম ব্যবস্থা। এখানে ৮,০৯, ৯৭৪ প্রাথমিক ও ৪,৯৩,৮৩৮ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং এগুলিতে ৫৬,১৬, ৬৭৩ শিক্ষক আছেন। কিন্তু ২০১৩-তেও কেবল ৭৪ শতাংশ সাক্ষর জনসংখ্যা। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী বালক-বালিকার ২১ শতাংশ স্কুলেই যায় না। যারা ভর্তি হয় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ৪১ শতাংশ ছাত্র ও ৪৪ শতাংশ ছাত্রীকে স্কুল ছেড়ে দিতে হয়।

১৯৫১ সালে ভারতে ১,২১,০০,০০০ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ছিল ৪,৫০, ০০,০০০ জন। ১৯৯১ সালে ৪,৪০,০০, ০০০ জনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা ১১,৬০,০০,০০০ ছিল। অর্থাৎ দেশের ৭,৪০,০০,০০০ বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থাই করা হয়নি। ২০১১ সালে সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়নি ৬,০০,০০,০০০ জনের। বাস্তবে অনেক স্কুল শুধু কাগজে-কলমে আছে, কোনও অস্তিত্বই নেই। সবাইকে বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের মতে ৭৭,৫০,০০০ জন শিক্ষকের ও ৯০,০০,০০,০০০ বর্গফুট অতিরিক্ত স্কুলবাড়ির । এর জন্য ১২,৫০, ০০০ কোটি টাকা নগদ খরচ ও ৩,৭৫,০০০ কোটি টাকা বছরে প্রয়োজন হবে। এই বিশাল ধনরাশির ব্যবস্থা করা সরকারের সম্ভব হয়নি। আসলে আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে কম স্কুল ও কম শিক্ষকের দ্বারা বৈদ্যুত্যিন জনসম্পর্কের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে আরও ভাল শিক্ষা পৌঁছানো যেত। তাই শিক্ষার অধিকার লাগু হওয়ার তিন বছর বাদেও লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি।

শিক্ষার অধিকার আইনে স্কুলগুলিকে কিছু শর্ত ও নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছিল যা ৩১ মার্চ ২০১৩-এর মধ্যে পূর্ণ করতে হবে। যে স্কুলগুলি তা পূরণ করতে পারবে না সেগুলির অনুমোদন বাতিল ও বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিভিন্ন সর্বেক্ষণে জানা গিয়েছে যে বিশেষ কিছু স্কুল বাদে অধিকাংশ স্কুল তা পূরণ করতে পারেনি। দেশের কেবল ১৫ শতাংশ সরকারি স্কুলে এই নিয়ম পালন করা হয়েছে। ২৭ শতাংশ স্কুলে প্রধান নেই, ১৬ শতাংশ স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, ১৬ শতাংশে রান্নাঘর নেই, ৩৯ শতাংশ স্কুলে খেলার মাঠ নেই, ৪৫ শতাংশে বাউন্ডারি দেওয়াল নেই, ২৪ শতাংশে লাইব্রেরী নেই, ২৫ শতাংশে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার নেই ও ৪৭ শতাংশে শ্রেণীকক্ষ কম। এখন পর্যন্ত ২০ শতাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণহীন ও অযোগ্য। দেশের ৫২ লাখ শিক্ষক পদের মধ্যে ১১ লাখ খালি। অনেক রাজ্যে শিক্ষকের যোগ্যতার পরীক্ষা না নিয়েই নেওয়া হয়েছে।

নিয়মানুসারে প্রত্যেক স্কুলে ২০০ ছাত্রের জন্য ৩০ শিক্ষক ও তার অধিক হলে ৪০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু কেবল ৫৯ শতাংশ স্কুলে এই অনুপাতে শিক্ষক আছে। বিহারে কেবল ১৫ শতাংশ, ঝাড়খণ্ডে ৩৫ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৩৯ শতাংশ।

বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২০০৭-০৮ সালে ৬৮,৮৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, বর্তমান আর্থিকবর্ষে ১,৪৭,০৫৯ কোটি টাকা হয়েছে। খরচ বাড়লেও শিক্ষার স্তর কমছে। এক আন্তর্জাতিক সর্বেক্ষণ সংস্থা বিভিন্ন দেশের শিক্ষার স্তর মূল্যায়ন করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ৭৩ দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৭২। ২০১০-এ ৪৬ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়তে পারে না। ২০১১-তে অনুপাত বেড়ে হয়েছে ৫২ শতাংশ, ২০১২-তে এটা বেড়ে হয়েছে ৫৫ শতাংশেরও বেশি।

২০১০-এ পঞ্চম শ্রেণীর মোট ছাত্রছাত্রীর ২৯ শতাংশ কোনও সংখ্যার দুই কম সংখ্যা বলতে পাননি। ২০১১-তে ৩৫ শতাংশ ও ২০১১ ৪৬ শতাংশেরও বেশি। অর্থাৎ শিক্ষার মান কেবলই কমছে।

বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান উঁচু করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তরিকভাবে উন্নত করতে হবে। একংবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য শিশুশিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা করা এক মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়।

বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান উঁচু করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তরিকভাবে উন্নত করতে হবে। একংবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য শিশুশিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা করা এক মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়।

বিস্মৃত স্বাধীনতা সৈনিক উমাজী নাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহারাষ্ট্রের পুনে শহরের হাভেলি তহসিল অফিসের সামনে অশ্বত্থ গাছে একটা মরচে ধরা সাইনবোর্ডে কিছু লেখা আপনার চোখে পড়বে। তার মধ্যে একটি হলো, ‘‘১৮৩২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি উমাজী নাইকের বীরত্বের কাহিনী, বলিদানের কাহিনী, রামোসি সম্প্রদায়ের বীরত্বের ইতিহাস এবং উমাজীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও অস্ত্রশস্ত্র স্মারক হিসাবে এই অফিসের মধ্যেই একটি সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছে। উমাজী স্থানীয়

নাইককে এই তহসিল অফিসে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃতদেহ এই অশ্বত্থ গাছে তিনদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।’’

হাভেলি তহসিল অফিস শহরের পুরানো এলাকায়। অফিসের কাছেই জর্জিয়ান স্টাইলে তৈরি পুলিশ থানা ও থানার সন্নিহিত জেলখানা ইংরেজ আমলের অত্যাচারের স্মৃতি সবসময় মনে করিয়ে দেয়। অফিসের মধ্যেই আমাদের দেশের একেবারে প্রথমদিকের স্বাধীনতা সৈনিক উমাজীর নামে উৎসর্গীকৃত একটি স্মারকস্তম্ভ তৈরি করেছে ‘আদ্য ক্রান্তিবীর উমাজী নাইক ক্ষত্রিয় রামবংশী সংগঠন’ নামে একটি এন জি ও। শুধু তাই নয়, উমাজী লোকের কাছে এখন ‘দ্বিতীয় শিবাজী মহারাজ’ নামে পরিচিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা বিপ্লবী নেতা উমাজী তথাকথিত নিম্নবর্ণ রামোসি সম্প্রদায়ে ১৭৯১ জন্মগ্রহণ করেন। বৃটিশ আমলে এরা ‘চোর সম্প্রদায়’ নামে নথিভুক্ত ছিল। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের আমলে এরা তেলেঙ্গানা থেকে মহারাষ্ট্রে এসে বসবাস শুরু করে ও অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে শিবাজী মহারাজের সৈন্যবাহিনীতে দক্ষতার পরিচয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে। ১৮১৮ সালে মারাঠাদের পতনের পর বৃটিশ প্রশাসন এই স্বাধীনচেতা রামোসিদের পুলিশবাহিনীতে নিতে ব্যর্থ হয়। মারাঠা আমলে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া রামোসিরা বৃটিশকে উচ্ছেদের সংকল্প নেয়।

১৮২৫ সাল থেকে উমাজী নাইক ও বাপু ত্রিম্বাজী সাওন্তের নেতৃত্বে রামোসিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে ইংরেজ পুলিশ তাদের উপর খুবই দমন-পীড়ন চালায়। যারা ধরা পড়ে তাদের ক্ষমা চেয়ে পুলিশবাহিনীতে যোগ দেওয়ার লোভ পর্যন্ত দেখানো হয়। কিন্তু তারা লোভে না পড়ে লাগাতার ইংরেজদের স্তাবক জমিদার ও ইংরেজদের আক্রমণ করতে থাকে। উমাজী নিজেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ইস্তাহার প্রকাশ করেন।

রামোসি সম্প্রদায়ের লোক এন জি ও-র চেয়ারম্যান অশোক যাদব বলেন— ‘‘১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর উমাজী ধরা পড়েন। তাঁকে এই জেলে রাখা হয়। রামোসি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করলে ইংরেজ আর সময় নষ্ট না করে এই তহসিল অফিসের মধ্যে তাঁর ফাঁসী দেয়। রামোসি সমাজ ও উমাজীর বীরত্বপূর্ণ ঘটনা আমরা বর্তমান প্রজন্মের জন্য এখানে সংরক্ষণ করেছি।’’ এন জি ও-র প্রতিষ্ঠাতা তথা উমাজীর বংশধর রামচন্দ্র মাকর বলেন— ‘‘উমাজীর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজরা মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল, পরে প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া সেইসব অস্ত্রশস্ত্র মাটি থেকে তুলে এই অফিসে স্মারক হিসাবে রাখা হয়েছে।’’

উমাজীকে সমাধিস্থ করা হয় তাঁর জন্মস্থান পুনের পুরন্দর মহকুমায় ভিওয়াড়ি শহরে। রামচন্দ্র মাকর আক্ষেপ করে বলেন, ‘‘যেখানে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে সেই তহসিল অফিস যেখানে তাঁর আবক্ষমূর্তি আছে, সেটি তাঁর চিরবিশ্রামস্থল।

তাঁর জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠান ছাড়া অন্যদিনগুলিতে এখন কেউই তাঁকে মনে রাখে না। ভিওয়াড়িতে তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি এখন গরমের তপ্ত দুপুরে রাখালদের ঘুমানোর জায়গামাত্র।’’

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

রাম ও রামায়ণ চর্চার একটি মাইলস্টোন

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

অযোধ্যায় বাবরি মন্দিরের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে তর্কবিতর্ক হচ্ছে কয়েক শতক ধরে। গত দু দশক থেকে এই বিতর্ক পৌঁছেছে তুঙ্গে। বামপন্থী ও তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা বলছেন রামায়ণের রাম কোনও ঐতিহাসিক পুরুষ নন, তিনি পৌরাণিক। বলা বাহুল্য, এই ধরনের উক্তির উদ্দেশ্য হলো অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের দাবি নস্যাৎ করা এবং রামমন্দিরের জায়গায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের পথ সুগম করা। অন্য দিকে হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিজীবীরা বলছেন রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি— তিনি কোনও কাল্পনিক চরিত্র নন। এই বিতর্কের সফল দিক হলো বাল্মীকির রামায়ণ ও রামচন্দ্রকে নিয়ে নতুন করে গবেষণার ঢল। বিমান বিহারী রায় লিখিত 'রামায়ণ যখন ইতিহাস' এই ধারার নতুন সংযোজন। লেখক-গবেষক শ্রী রায় এই গ্রন্থ রচনায় যে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। রামচন্দ্র যে ঐতিহাসিক পুরুষ, এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দেশী বিদেশী অজস্র গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, রাম যদি কল্পিত চরিত্র হতেন তাহলে তাঁকে নিয়ে এত গ্রন্থ ভারতে তো বটেই ভারতের বাইরে— থাইল্যান্ড, সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়ায়, ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে রচিত হোত না। তিনি সুন্দর ভাবে বলেছেন, কোনও কল্পিত চরিত্র নিয়ে একজন গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিত হয় নানা দেশে নানা যুগে। শরৎচন্দ্রের দেবদাসকে নিয়ে দ্বিতীয় আর কেউ লেখেননি (পৃঃ ৩৩)। তা ছাড়া শ্রী রায় জানাচ্ছেন, কাল্পনিক চরিত্রের পূর্বপুরুষদের নামাবলী থাকে না, তা থাকার নজির বিশ্ব সাহিত্যের

কোথাও নেই। কল্পিত কাব্য বা উপন্যাসে নায়কই বর্ণনার একমাত্র বিষয়। তাই দেবদাস-এর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেননি (পৃঃ ৬০)।

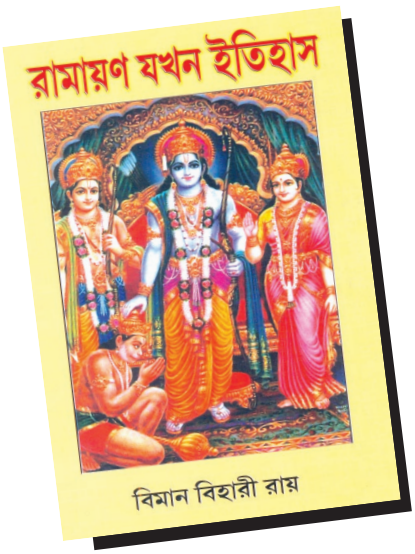

অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করে বলেছিলেন, যিনি পণ্ড করেন তিনিই পণ্ডিত। এই উক্তির যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে রামায়ণ বিষয়ে পণ্ডিতদের আলোচনায়। সরল ভাবে না দেখে রামায়ণের কাহিনীকে একদল পণ্ডিত রূপক ভেবে বসেছেন। সুকুমার সেন, রোমিলা থাপার প্রমুখ গুণীজন তাদের কষ্টকল্পনার দ্বারা দেখিয়েছেন, সীতাকে জনক রাজা লাঙল দিয়ে চাষের সময় পেয়েছিলেন, অতএব সীতা হলেন কৃষিদেবী, সীতার স্বামী হলেন বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র— এখানে রাম নামে অভিহিত (পৃঃ ৬৪)। ভাষাবিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত— (১) রামায়ণ বাল্মীকির রচনা নয়, (২) রামায়ণ মূলত পালি 'দশরথ জাতক' অনুসরণে রচিত (৩) হোমারের পূর্ববর্তী গ্রীক কবি হেসিয়ড রচিত 'থিওগোনাস'-এর প্রভাব রামায়ণে আছে (পৃঃ ৪৬)। নীরদ সি চৌধুরীর সিদ্ধান্ত— আদিতে পশ্চিম এশিয়ার কোনো যুদ্ধ কাহিনীই পরবর্তীকালে আর্যদের রামায়ণী কথায় রূপ নিয়েছে (পৃঃ ৩৯)। অমর্ত সেন বলেই বসেছেন যে রামায়ণকে ইতিহাস হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের অধিকারকে খর্ব করতে (পৃঃ ৫)। ডঃ আম্বেদকর লিখেছেন রাম মোটেই প্রজাপালক ছিলেন না (পৃঃ ১১৪)। এইসব আজগুবি বক্তব্যের জবাব শ্রী রায় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে দিয়েছেন। মোটকথা, ১৮০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি রাম ও রামায়ণ চর্চার একটি মাইলস্টোন। এই গ্রন্থ না পড়লে রামায়ণচর্চায় একটা ফাঁক থেকে যাবে। অন্য দেশ হলে প্রাথমিক শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও শ্রী রায়কে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক বা অতিথি অধ্যাপক করা হোত।

শেষ কথা, গ্রন্থের লেখকের স্বচ্ছন্দ বক্তব্যের মত গ্রন্থের অঙ্গ সৌষ্ঠব সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। আমরা এই গ্রন্থটি প্রতিটি হিন্দুর অবশ্য সংগ্রহণীয় বলে মনে করি।

***রামায়ণ যখন ইতিহাস*, বিমান বিহারী রায়।**
অমৃত শরণ প্রকাশন, কলকাতা।
মূল্য ১২০ টাকা।
প্রথম প্রকাশ ১৯১৩ খৃস্টাব্দ।

সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির কারণেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা সুরক্ষিত : বলবীর পুঞ্জ

''সনাতন হিন্দু সংস্কৃতির কারণেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র টিকে আছে। এসবেরই অস্তিত্ব থাকবে, যতক্ষণ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। ডা. হেডগেওয়ারের ভাবনা প্রবাহ আজও দেশকে শক্তি যোগাতে সক্ষম''— বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় দ্বারা আয়োজিত ২৪তম ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান কার্যক্রম উপলক্ষে গত ২১ এপ্রিল ২০১৩, কলকাতার মহাজাতি সদন (অ্যানেক্স) সভাগারে প্রধান বক্তারূপে একথা বিজেপি-র রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ তথা সাংসদ শ্রীবলবীর পুঞ্জ বলেন। পুস্তকালয়ের তরফ থেকে আচার্য সোহনলাল রামরঙ্গকে সম্মান স্বরূপ শ্রীফল, শাল, ৫১ হাজার চেক ও মানপত্র প্রদান করা হয়।প্রধান অতিথি হিসেবে পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক শ্রীরণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— ''ডাঃ হেডগেওয়ারের মতো মহাপুরুষগণ আগামী কয়েক শতাব্দীকে আলোকিত করেন। তাঁর জীবন সংকল্পপূর্তির জন্যই সমর্পিত ছিল।'' সম্মানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আচার্য সোহনলাল রামরঙ্গ বলেন— ''ডাঃ হেডগেওয়ারের নামে এই সম্মান আমাকে নতুন শক্তি যোগাবে। ডাক্তারজী লুপ্তপ্রায় হিন্দুত্বের গৌরবকে জাগ্রত করার মতো বড় কাজ করেছেন এবং সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করেছেন।'' তিনি আরও বলেন— ''যে রাষ্ট্র তার নিজের ইতিহাস ভুলে যায় তা বিনষ্ট হয়। সাহিত্যিকদের রাষ্ট্রজাগরণ হেতু উদ্দেশ্যপূর্ণ সাহিত্য রচনা করা প্রয়োজন।''

বড়বাজার কুমারসভা আয়োজিত ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মানে আচার্য সোহনলাল রামরঙ্গ-কে ভূষিত করছেন বলবীর পুঞ্জ এবং তথাগত রায়। অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন বিমল লাঠ, ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, মহাবীর বাজাজ, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগলকিশোর জৈথলিয়া, মোহনলাল পারিক ও শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক তথাগত রায়। হাওড়া ও কলকাতা মহানগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

হরিদাসপুর সীমান্ত শাখায় রাকেশজী

গত ১১ এপ্রিল বর্ষপ্রতিপদা উৎসবের দিন অখিল ভারতীয় সীমা জাগরণ প্রমুখ রাকেশজী তার সীমান্ত ভ্রমণ পথে উপস্থিত হন হরিদাসপুর (বনগাঁ) সীমান্ত শাখায়। স্থানীয় স্বয়ংসেবক ও অভিভাবকদের ভিতর বিরাট উৎসাহের সঞ্চার হয়। শাখায় উৎসবে উপস্থিত ছিল— তরুণ বালক ৩০ জন ও শিশু ৯ জন। রাকেশজীর হিন্দী ভাষণ পরে বাংলায় অনুবাদ করা হয়। উৎসব শেষে উপস্থিত নাগরিক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে রাকেশজী সঙ্ঘ উৎসব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন।

সমাবেশ সমাচার

বলাগড়ে 'বিজয় মহামন্ত্র জপ' কার্যক্রম

বলাগড় প্রখণ্ডের ৫টি স্থানে বিজয় মহামন্ত্র জপের কার্যক্রম হয়। প্রথমে শ্রীশ্রীবিপত্তারিণী কালীমন্দিরে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গত রামনবমীর দিন বিভিন্ন স্থানে এবং বাসুদেব আশ্রমে বিজয় মহামন্ত্র জপের কার্যক্রম হয়। গৈরিক পতাকা ('ওঁ') উত্তোলন করা হয়। প্রত্যেক জায়গায় ১৩ মালা করে বিজয় মহামন্ত্র জপ করা হয়। শ্রীমৎ তিতিক্ষানন্দ মহারাজ, উত্তমানন্দ মহারাজ সংকল্প মন্ত্র পাঠ করান। হুগলী জেলার সহ-সভাপতি শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে শ্রীরাম ভক্তদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর স্মরণে

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১৭ এপ্রিল বুধবার ২০১৩, সন্ধ্যা ৬টায় পুস্তকালয়ের সভাগৃহে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রীর ৮ম প্রয়াণ তিথি উদযাপিত হলো। আচার্য শাস্ত্রীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন শ্রী গুরুপদ বিশ্বাস বিশিষ্ট লেখক ও সমাজসেবী, শ্রী রামেশ্বরনাথ মিশ্র প্রতিষ্ঠিত কবি, শ্রী রুগলাল সুরানা বিশিষ্ট সমাজসেবী, ড. হৃষিকেশ রায় উপনির্দেশক রাজভাষা টী-বোর্ড, শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী সদস্যা ভারতীয় জনতাপার্টি, জাতীয় কর্মসমিতি এবং শ্রী জয়কুমার রূসওয়া লোকপ্রিয় কবি প্রমুখ।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে বক্তারা শ্রী শাস্ত্রীর কর্মময় জীবনের প্রেরণাদায়ী প্রসঙ্গগুলি আলোচনা করেন। সভাগার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ ছিল।

আন্দামানে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

এবছরই প্রথম আন্দামানে শুরু হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ। গত ১৪ এপ্রিল আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে বর্গের সূচনা হয়। আন্দামানের মোট ২১টি স্থান থেকে ৬১ জন শিক্ষার্থী বর্গে অংশ নেয়। এছাড়াও কলকাতা থেকে অংশ নিয়েছে একজন শিক্ষার্থী। বর্গের বর্গাধিকারী হিসাবে দায়িত্বে আছেন স্থানীয় বিবেকানন্দ কেন্দ্র বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল এস বিজয় কুমার এবং বর্গ কার্যবাহর দায়িত্বে আছেন বিভাগ কার্যবাহ ডাঃ অমিতাভ দে।

আন্দামানে সঙ্ঘ কাজের প্রারম্ভ হয় ১৯৭৮ সালে। পরবর্তীকালে সঙ্ঘ কাজের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় বিবিধ ক্ষেত্রের কাজও। কিন্তু এতদিনেও সেখানে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। প্রাথমিক শিক্ষা বর্গ সেখানে হলেও প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ করতে স্বয়ংসেবকদের আসতে হয় মূলভূমিতে। ফলে খরচ হয় বিপুল অর্থ ও সময়। তাই এই বিষয়গুলির কথা ভেবেই অখিল ভারতীয় যোজনায় এবছরই প্রথম সেখানে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সূচনা হলো। এদিন বর্গের শুভ উদ্বোধন করেন চিন্ময় মিশনের আচার্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোর্টব্লেয়ারের বিশিষ্ট ব্যক্তি মানিকমজী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ সহপ্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী।

নববর্ষে দক্ষিণবঙ্গে পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র

বাংলা নববর্ষে (১৪২০) সারা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে পুস্তক বিক্রয় অভিযান কার্যক্রম নেওয়া হয়। মোট ৭১টি বিক্রয় কেন্দ্রে ১২৪১ জন স্বয়ংসেবক উপস্থিত থেকে জনসাধারণকে বই কেনায় উৎসাহিত করেন। পাঠকদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো ছিল।

সাইকেল র‍্যালি

বিজেপি-র ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলের মধ্যমগ্রাম মণ্ডলের পক্ষ থেকে এলাকার একটি সাইকেল র‍্যালি আয়োজিত হয়। ৩ ঘণ্টার র‍্যালিটি মধ্যমগ্রামের ২৫টি ওয়ার্ডের ৩০ কিমি অঞ্চল পরিক্রমা করে। নেতৃত্বে ছিলেন দলের মণ্ডল সভাপতি প্রসেনজিৎ পাল, সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর মণ্ডল প্রমুখ।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার সদর মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ অর্জুনকৃষ্ণ দাসের পিতা পঞ্চানন দাস গত ৪ঠা এপ্রিল কাঞ্চনতারে ৮৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ পুত্র, দুই কন্যা রেখে গেছেন। স্বর্গীয় পঞ্চানন দাস স্বস্তিকার একজন একনিষ্ঠ ও গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে রোগশয্যাতেও স্বস্তিকা পাঠ করতেন ও সঙ্ঘের খোঁজ নিতেন। তার মৃত্যুতে সঙ্ঘ পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

***

নদীয়া জেলার সহ জেলা কার্যবাহ গৌতম পালের পিতা বিশিষ্ট শিক্ষক জয়গোবিন্দ পাল গত ১২ এপ্রিল ভোরে শক্তিনগর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ রেখে যান।

***

প্রাক্তন প্রচারক তথা স্বস্তিকার প্রচার প্রসার বিভাগের প্রাক্তন কর্মকর্তা শুভাশীষ দীর্ঘাঙ্গী ও কলকাতা দক্ষিণ ভাগের কার্যকর্তা দেবাশীষ দীর্ঘাঙ্গীর পিতা ভবতারণ দীর্ঘাঙ্গী গত ১০ এপ্রিল সন্ধ্যায় হাওড়া জেলার মুন্সীরহাটের পাইকপাড়া গ্রামে ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি সঙ্ঘের কাজে সকলকে উৎসাহ দিতেন। সঙ্ঘের কার্যকর্তা তথা প্রচারকদের জন্য তাঁর বাড়িতে অবারিতদ্বার। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, পুত্রবধূ ও এক কন্যা রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, দুই পুত্র— দেবাশীষ সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষ শিক্ষিত, শুভাশীষ দ্বিতীয়বর্ষ শিক্ষিত ও কন্যা রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা।

নেত্রদান মহাদান

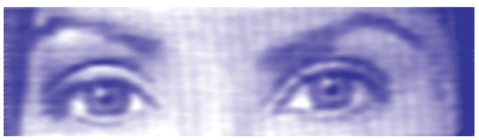

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

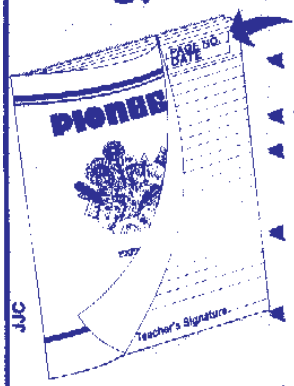

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane(1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0596
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানেই আমাদের পরিচয়

M - 9933967518 | ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত | M - 9933967518

সৃষ্টি কম্পিউটার স্বাক্ষরতা মিশন™

An ISO 9001 : 2008 Certified Organization

Computer Courses	Distance Courses
Basic , Internet D.T.P. Hardware,Multimedia, FA,Teacher Tranning Mobile Reparing	BA, MA, B.Com, M.Com, B.Sc. , M.Sc., BSW, MSW,B.Lis, M.Lis,BCA, MCA,BSc.-IT, MSc.-IT,BBA, MBA

City Office : Garia,Srinagar Main Road, Kol-700094

Regd. Office : Vill+P.O.- Kashinagar, P.S.- Raidighi, Pin-743349

SCSM –এর অনুমোদিত কম্পিউটার সেন্টার খোলার সুবর্ণ সুযোগ।

Want : New Franchise , Agent ,Officer ■ Website: WWW.SCSM.CO.IN

সামাজিক যাত্রাপালা

‘রজনীগন্ধায় রক্তের দাগ’

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

সম্প্রতি আকাশবাণী যাত্রা সংস্থা প্রযোজনা করছে তাদের পালা ‘রজনীগন্ধায় রক্তের দাগ’।

এই পালার গল্প নয়নপুরের দুই প্রেমিক—সুজয় ও অনন্যার। স্কুলমাস্টার সুজয়কে ভালোবেসে গ্রামের মেয়ে অনন্যা তাকে বিবাহ করে। এদিকে কলকাতায় সুজয়ের বাবা টাকার লোভে ধনী অসাধু ব্যবসায়ী গণেশ চৌধুরীর বোন ছন্দার সঙ্গে সুজয়ের বিয়ের কথা পাকা করে সুজয়ের আসল বিবাহকে গোপন করে। গণেশ চৌধুরী সুজয়কে তার কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার করে দেয় ও তার অজান্তেই কোম্পানীর কাজের আড়ালে ড্রাগের ব্যবসা চালাতে থাকে। এদিকে সুজয়ের এতো টাকার মুখ দেখে মাথা ঘুরে যায়। সে বদলে যায় এবং তার বিবাহিতা স্ত্রী অনন্যাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে অনন্যাদের গ্রামের বাড়িতে আসে তার বৌদির মা ও ভাই। এই বৌদির মা এবং তার ভাইটি ভীষণই হিংসুটে এবং কুটিল চরিত্রের। তারা সর্বদা অনন্যাকে খোঁটা দিতে থাকে এবং এক সময় তাদের সংসারে ফাটল ধরে। অনন্যার দাদা এবং ভাই গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে চলে আসে। বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা। ছোটভাই ধূপ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু তারা কিছুতেই সুজয়ের কাছ অবধি পৌঁছতে পারে না।

গ্রামের বাড়িতে বৌদি আর তার মার গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে অনন্যা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এবং কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হয়। এবার গণেশ চৌধুরীর লোলুপ দৃষ্টি পরে অনন্যার ওপর। সে তার সাগরেদ আজাদ আলীর মাধ্যমে অপহরণ করে অনন্যাকে এবং আজাদকে বলে অনন্যাকে পোষ মানিয়ে তার জন্মদিনের পার্টিতে নিয়ে আসতে। অনন্যা আজাদ আলীকে দাদা বলে সম্বোধন করে এবং আজাদ আলী কথা দেয় যে অনন্যাকে সুজয়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

এরপর গণেশ চৌধুরী জানতে পারে যে বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে সুজয়ের বাবা তাকে মিথ্যে কথা বলেছে। রাগে অন্ধ হয়ে সে সুজয়ের বাবাকে খুন করে। অপরদিকে সুজয় যখন গণেশ চৌধুরীর আসল ব্যবসার কথা জেনে যায় তখন গণেশ চৌধুরী তার জন্মদিনের পার্টিতে সুজয়কেও খুন করার পরিকল্পনা করে।

শেষ দৃশ্যে গণেশ চৌধুরীর জন্মদিনের পার্টিতে এক নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনন্যা সেখানে মিস্ বেবি সেজে নাচ গান শুরু করে। ছদ্মবেশ থাকা সত্ত্বেও গানের গলা শুনে সুজয় অনন্যাকে চিনতে পারে এবং নিজেদের বিবাহকে মর্যাদা দিতে চায়। তখন গণেশ চৌধুরী সুজয়কে খুন করতে যায় কিন্তু শেষ অবধি অনন্যার হাতেই তার মৃত্যু হয়। সবাই যখন ভাবছে অনন্যা এবার গ্রেফতার হয়ে যাবে, সেই সময় আজাদ আলী তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলে তার আসল পরিচয় দেয়। সে একজন সি আই ডি অফিসার। আজাদ আলী অনন্যাকে মুক্তি দেয় এবং বলে যে রিপোর্টে সে দেখাবে যে গণেশ চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে এনকাউন্টারে। এরপর সুজয়-অনন্যা, ভাই-বোন সকলের মধ্যে মিলন ঘটে এবং রজনীগন্ধার মালা দিয়ে সুজয় ও অনন্যা নতুন করে মালাবদল করে।

পালাটিকে নানা নাটকীয় মোচড়ে শেষ অবধি দর্শকের মনে জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন পালাকার এবং নির্দেশক ভাস্কর মুখার্জী। তার বলিষ্ঠ পরিচালনায় মুহুর্মুহু দর্শকের হাততালি শোনা গেছে।

বিমান মুখার্জির সুর শুনতে ভালোই লাগে, তবে বেশ কয়েক জায়গায় জনপ্রিয় বাংলা এবং হিন্দী গানের সুর ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রধান নারী চরিত্র ‘অনন্যা’র চরিত্রাভিনেত্রী চম্পা হালদার সুন্দর অভিনয় করেছেন। তার সঙ্গে সমান তালে অভিনয় করে গেছেন, প্রদীপ রুদ্র, রাজীব মুখার্জী এবং খলনায়ক সৌমিত্র পাল।

আবহ সঙ্গীত পালাটিতে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। সব মিলিয়ে ‘রজনীগন্ধায় রক্তের দাগ’কে একটি মনোরঞ্জনমূলক সামাজিক পালা বলা চলে।

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

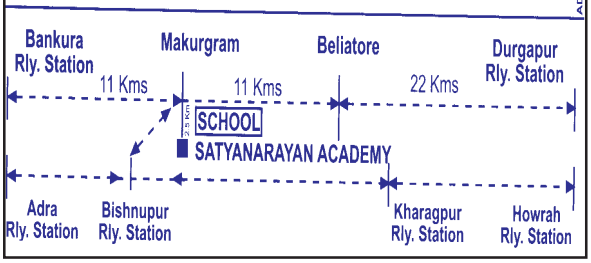

শব্দরূপ-৬৬৬ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

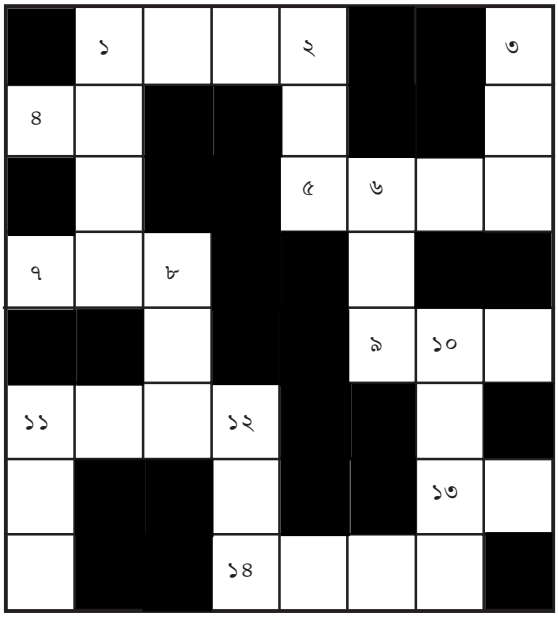

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বেদান্তের ব্রহ্মের বদলে শূন্যকেই যে মতবাদে উৎপত্তি ও বিলয়ের নিদান ধরা হয়; বৌদ্ধদের মতবাদ, **৪.** ''বল—, বল উন্নত মম শির'', **৫.** মগধরাজ; ভীমের হাতে নিহত, **৭.** বাঁশের খুঁটি যা পায়ে লাগলে দ্রুত হাঁটা যায়, **৯.** ''বদনে—লড়ে অদনে বঞ্চিত'', **১১.** দেবপ্রতিমার সাজসজ্জা রচনা বা শৃঙ্গার বেশ বিধান, **১৩.** অশ্ব, **১৪.** ''ধনধান্য- পুষ্পভরা আমাদের এই—''

উপর-নীচ : ১. যদুবংশের রাজা; বসুদেবের পিতা, **২.** কশ্যপপত্নী দনুর গর্ভজাত; অসুর, **৩.** মাথাকাটা ভূত বিশেষ, **৬.** ডাকহরকরা; সুকান্তের বিখ্যাত কবিতা, **৮.** জ'লো; যার স্বাদ কম, **১০.** দশবিধ-পাপ-হারিণী গঙ্গা; গঙ্গাবতরণদিন, **১১.** দুষ্ট লক্ষ্মী; দুর্ভাগ্যের দেবী, **১২.** ইন্দ্র।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৬৩
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
অসীম দে
সাহাপুর, মালদহ

কু	ং	ফু			বা	র্তা	কু
		কো	ক	ন	দ		লে
	ক		পি				খা
	র	ম	ল			ম	ড়া
কু	ঞ্জ			সু	ম	ন্ত্র	
লা				কা		না	
ঙ্গা		প	র	ন্ত	প		
র	ঙ্গি	লা			প	র্ণা	শা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৬৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ মে, ২০১৩ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
''চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি''—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T.''

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

"ওঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যস্থলে পৌঁচ্ছ, থেমো না। জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহাতরঙ্গ উঠেছে। কিছুতেই তার বেগ রোধ করতে পারবে না।.... উৎসাহ বৎস, উৎসাহ— প্রেম বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় কোরো না, সবচেয়ে গুরুতর পাপ— ভয়!"

With Best Compliments

vikramindia® vision in action

vikramsolar® vision in action

vikram PROENER PROJECTS

vikram® vision in action

Corporate Office
Vikram Group of Industries
Tobacco House, 1, Old Court House Corner, Kolkata-700001, India
Ph: +91 33 2230 7299, Fax: +91 33 2248 4881
www.vikram.in, info@vikram.in

সাবধান ! প্লাস্টিক টাইমবোমা

চার প্রধান মহানগরী এই আবর্জনা প্লাস্টিক উৎপাদনে প্রধান অপরাধী। প্রতিদিন দিল্লীতে জমার পরিমাণ ৬৮৯.৫২ টন, চেন্নাইতে ৪২৯.৩৯ টন, কলকাতায় ৪২৫-৭২ টন এবং মুম্বাইতে ৪০৮.২৭ টন।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্লাস্টিক দূষণ ভারতে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গুটকা ও তামাকসহ পানমশলা। দেশে বছরে মোট ৫৬ লক্ষ টন ব্যবহৃত প্লাস্টিক আবর্জনরূপে জমা হচ্ছে। তার মধ্যে প্রতিদিন জমার পরিমাণ শুধু দিল্লীতে ৬৮৯.৫২ টন এবং কলকাতায় ৪২৫.৭২ টন। সেন্ট্রাল পলুউশন কন্ট্রোল বোর্ড (সি পি সি বি)-এর এই প্রতিবেদন শোনার পর ভারতের সর্বোচ্চ আদলত মন্তব্য করেন যে ভারত প্লাস্টিকের টাইম বোমার উপর বসে আছে। সি পি সি বি সুপ্রিম কোর্টকে বলেছে— সারা দেশে দৈনিক সংগৃহীত ও নবীকৃত করার পরিমাণ ৯২০৫ টন আর অসংগৃহীতর পরিমাণ ৯২০৫ টন আর অসংগৃহীতর পরিমাণ ৬১৩৭ টন।

চার প্রধান মহানগরী এই আবর্জনা প্লাস্টিক উৎপাদনে প্রধান অপরাধী। প্রতিদিন দিল্লীতে জমার পরিমাণ ৬৮৯.৫২ টন, চেন্নাইতে ৪২৯.৩৯ টন, কলকাতায় ৪২৫-৭২ টন এবং মুম্বাইতে ৪০৮.২৭ টন। এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে ভারতের শহরগুলির শিল্পএলাকা, লোকবসতি এলাকায় ও বস্তি এলাকা সার্ভে করে। দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, ফরিদাবাদ ও ব্যাঙ্গালোর শহরের পৌর আধিকারিকদের প্লাস্টিক ও গুটকা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোট রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

যেখানে ৪০ শতাংশ প্লাস্টিক পুনরায় নবীকৃত করা যাচ্ছে না সেখানে এরকম জমার পরিমাণ প্রতিদিন দিল্লীতে ২৭৫.৬ টন, চেন্নাইতে ১৭১.৬ টন, কলকাতায় ১৭০ টন ও মুম্বাইতে ১৬৩.২ টন। এই বিপুল আবর্জনাগুলি প্রতিনিয়ত পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলছে। সিপিসিবি জানিয়েছে— ৬০টি বড় শহরে প্রতিদিন ১৫,৩৫২.৪৬ টন বর্জ্য প্লাস্টিক জমার ফলে বছরে ৫৬ লাখ টন জমা হচ্ছে।

অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল মোহন জৈন এই পরিস্থিতিকে উদ্বেগজনক বলে আখ্যা দিয়েছেন। অন্য এক অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ইন্দিরা জয়সিং গুটকা ও তামাকযুক্ত পানমশলা নিষিদ্ধ আইন কার্যকরী না হওয়াকে উৎপাদক সংস্থার প্রতি রাজ্যের আইনব্যবস্থার ঢিলেমিকেই দায়ী করেছেন। বিচারপতি জি এস সিংহভী ও কুরেন জোসেফ মনে করেন— প্লাস্টিক, গুটকা এবং তামাক ও নিকোটিনযুক্ত পানমশলা নিষিদ্ধ করার জন্য প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
29 April - 2013

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা